290

290
ÇAṬṬOPĀDHYĀY (Sābitrīprasanna)
Raktarekhā.
Kalikātā: Kallola Pabalisiṃ Hāusa, [1331 i.e. 1924].
72 p. 22 cm.
Nationalistic poems, mostly previously published in various Bengali periodicals ('Baṅgabāṇī', 'Upāsanā', 'Nārāyaṇa', etc.).
PP Ben D 14; PIB 2/6

NATIONAL ARCHIVES

PP BEN D 14

INDIA OFFICE
28 NOV 1931
LIBRARY

ব্রহ্মসূত্র

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

প্রকাশক—
[illegible]
দত্তাস পাবলিশিং হাউস
২৭, [illegible], কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ

[মূল্য এক টাকা মাত্র]

প্রিণ্টার—শ্রীনাড়ুগোপাল চট্টোপাধ্যায়
বাণীপ্রেস,
৩৩এ হরি মিত্র লেন, কলিকাতা

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

নিবেদন

মঞ্জরেখার অধিকাংশ কবিতা বঙ্গবাণী, উপাসনা, নারায়ণ, বাঙ্গলার কথা, পল্লীশ্রী প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা ছাড়া ইহাতে নূতন কবিতাও আছে।

"মহাত্মজী" মহাত্মা গান্ধীকে এবং 'রাজবন্দী' আমার পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতির পাত্র, কর্ম্মজীবনের আদর্শ বন্ধু শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসুকে তাঁর কারামুক্তির পর কলিকাতা বিদ্যাপীঠের অভিনন্দন সভায় উপহারীকৃত; প্রত্যেকটি কবি সত্যেন্দ্রনাথের উদ্দেশে অর্পিত 'রাজ-সন্ন্যাসী' নদীয়ায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অভিনন্দন-সভায় এবং "স্বাগতম্" নদীয়া-সম্মিলনীতে পঠিত। এগুলি ব্যক্তিগতভাবে আমার শ্রদ্ধার নিবেদন হইলেও যাঁহাদের স্থান আজ সমগ্র দেশের অন্তরে, তাঁহাদের প্রতি কবির যে অনুভূতি তাহা সমগ্র দেশের অনুভূতি—এই বিবেচনায় এগুলি রক্তরেখায় সন্নিবেশিত হইল।

আমার বইখানির প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনার জন্য আমার পরম স্নেহাস্পদ উদীয়মান শিল্পী শ্রীমান অরবিন্দ দত্তের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

ছাপাখানার বিড়ম্বন যাঁহারা একবার ভোগ করিয়াছেন তাঁহারা এই পুস্তকের ত্রুটি, ক্ষমা ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিবেন এ ভরসা আমার আছে।

মহা-অষ্টমী
কলিকাতা, ১৩৩১ সাল

গ্রন্থকার

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মা আমার সংসারের সহস্র বিচ্ছেদ বন্ধন থেকে
চিরমুক্তি লাভ করেছেন। তাঁর সারা জীবনের
অনন্ত বেদনা ও দুঃখের মধ্যে বন্দিনী
দেশ-মাতৃকার করুণ মূর্তিটি দেখতে
পেয়েছিলাম—তাই আমার
"রক্তরেখা" তাঁরই শ্রীচরণে
উৎসর্গ করলাম।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
রাজকন্যা	১
ব্যর্থ যৌবন	৬
লাঞ্ছিতা জননী	১০
শোধন-যজ্ঞ	১৪
দুঃখ-দহন	১৬
শরৎ-দুর্যোগ	২০
আহ্বান	২৪
অবরুদ্ধ	২৫
চিত্তদ্রোহী	২৭
অভাগা	৩০
সন্ধি	৩১
স্বাগতম্	৩৫
রাজ-সন্ন্যাস	৪৭
শ্রদ্ধাঞ্জলি	৪৫
রুদ্র আহ্বান	৫২
আর্ত্ত	৫৪
মহাসারথি	৫৭
পরীক্ষণী	৬০
সত্য	৫৯
নবসৃষ্টি	৬১
সন্ন্যাদীপ	৬২
মাতৃমন্দিরে	৬৩
পল্লীস্মৃতি	৬৫
ধরার আশ্রয়	৬৭
আবির্ভাব	৭০

ARCHIVES OF INDIA
NATIONAL ARCHIVES

বসুন্ধরা

রাজবন্দী

বন্দি তোমা রাজ-বন্দী আজ,
তুমি যে দিয়েছ নাড়
স্পর্শমাত্রে বন্ধনের কঠিন শৃঙ্খলে.
গ্রন্থি তার দেখি দলে দলে
ফুল হয়ে ফুটিয়াছে সৌন্দর্য্যের আনন্দ সভার ;
লৌহখণ্ডগুলি তা'র
ধূলিম্লান লুটিতেছে পদতলে তব,
চেয়ে দেখি অভিনব !
বলদৃপ্ত প্রাচীর
ধূলিসাৎ হ'তে চায়, বেদনায় হয়েছে অধীর ;
কারার অর্গলগুলি
অবর্গল গেল খুলি
তব করস্পর্শে আজ, হে মায়াবী— একি যাদুজাল ?
তিষ্ঠ ক্ষণকাল,
দেখি মোরা তাল করে' অভ্রভেদী ভেলে না আপন
শূন্য ব্যোমপথে শুধু রচে যায় সোনার স্বপন !
তোমার বন্ধন,
বলদর্পকুণ্ডে সে যে পতনের কেবল ইন্ধন।
শস্ত্রপাণি হয়ে যারা বিদ্রোহরে করিছে প্রহার
এই নহে শেষ তার.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

[redacted]

হেথা চলিছে যারা অসহায় নিরাশ্রয় প্রাণী
কাঁদাইয়া আপনার গ্লানি,
পশুবলে আজি করা কীতবন্ধ হয়ে,
নারায়ণ অন্তরে
মানুষের করে অপমান,
হবে হবে অবসান
তাদের এ নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ একদিন ;
কুলিশ-কঠিন
বিধাতার তীব্র দণ্ড নামিয়া আসিবে আচম্বিতে,
চারি ভিতে
অবিচারী অনাচারী মুহূর্তেকে ত্যজিবে নিশ্চয়
সর্বোদ্ধৃত অস্ত্র সমুদয় !
এত মহে দুঃখ অপবাদ
তোমার যজ্ঞবার্ত্তা নন্দনের এনেছে সংবাদ

হে কর্ম্মকুশল,
তব কীর্ত্তি ধরিত্রীর উত্তালোকে আনন্দ-উজ্জ্বল ।
দেশ-দেবতার করে রচিয়াছ যে অর্ঘ্য-মালিকা খানি,
তাদ আমি
সেই নিবেদন,
তাদের-হয়তে তব বুককাটা গভীর বেদন ।
ত্যাগী তুমি সত্যদৃষ্ট ঋষি ,
শত বাধা-বিঘ্ন অবহেলে দেহ পায়ে দলি' :
ছিন্ন মাঝে ছিল তব স্থির,
সাধনার প্রশান্ত গভীর !
তোমার মুরতি মাঝে দল ভাঙি' কমলা আসতা
মহিমের অর্চনা আরতি ।—

তবু তুমি অনারণ্যে বিস্তারিয়া আপন জীবন
করিতেছ দুঃসাধ্য সাধন !
ক'দিনই বা এসেছ ধরায়,
জীবন সার্থক গণ্য নহে কভু দণ্ড পল যায়,
ব্যর্থ লক্ষ বর্ষ করি কয়
নিষ্ফল জীবন যদি ভোগসুখে ক্ষয়ে পায় লয়,
সে ত মিথ্যা মৃত্যু নিয়ে আসি'
স্রোতে ভেসে এসেছিল পুনরায় স্রোতে গেল ভাসি' !

বন্দি' তোমা দৃঢ়চিত্ত বীর
সমুন্নত তব শির,
বন্ধু ত ললাটে তব শত-সূর্য্যপ্রভা দীপ্যমান
তুমি জ্যোতিষ্মান !
ঘনঘোর মেঘজালে ছাইয়া আকাশ
মুহুর্মুহু কালবৈশাখীর দীর্ঘশ্বাস
কম্পিত করিয়া ধরা এসেছিল কি দুর্দ্দাম বেগে,
তাহার পরশ লেগে
রক্তপাত করকা বর্ষণ
তোমারে বেড়িয়া শুধু করিয়াছে তীব্রণ গর্জ্জন !
ঝড় এল—ঝড় গেল, মূল হতে বৃষ্টি উপাড়িল,
তবু তুমি আছ বাঁকিয়া
বাহুবাহু পাশে তব জননীর শ্যামল অঞ্চল
তুমি অচঞ্চল !
শ্রাবণের বন্যা এসে পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ তুলি,
তোমার অর্ঘ্যের ফুলগুলি
ভাসাইয়া নিয়ে যেতে চায়,
তব প্রাণ-অনুকূল বায়

[redacted]

[redacted] যাবার নিকটে যারে ডাকা,
মিলাবে [redacted] শত মিত-ধারা !

যে জন, হে মম সাথী,
তোমারে হেরিয়া আঁখি পোহায়েছে দুর্যোগের রাতি !
তোমার দুখের ভাষা, হে হতাশ, কাণ পেতে শুনি
বাসনার হত আলো যুনি ;
তোমার আনন হাসি নবসৃষ্টি-অনুরাগে ভরা
ক্লান্তি-দূর-করা।
যে কান্ত কোমল প্রাণ,
কর্ম্মের কাঠিন্য মাঝে অধিরূঢ় হৃদয় মহান,
স্নেহ প্রেম করুণায় ভরা।
এ বিশাল ধরা
মধুময় করিয়াছে তোমা, বিন্দু বিন্দু আপনারে দানি
ধরিত্রীর দুঃখ গ্লানি
আর্ত্তস্বরে অনাথ আতুর
তব চিত্তেরে তব মাগিয়াছে সতত বিধুর !

যদি একান্তে বসি পাছে সেই পাখী,
গিরি ধরি শশি যবে মূর্ছনায় উঠে থাকি থাকি,
ঘুমাতে সেই বনি
কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্মমাঝে উঠে রণরণি
করে তোর আনন্দ-বিহ্বল,
যৌবনে যৌবন-চঞ্চল
বাহিরিয়া আসে ছুটে ;
যদি তারকা-লিপি দিয়ে যায় অদৃষ্টপুটে !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আজি মুক্ত হে বন্দী রাজার,
আরতি তোমার
হুংকার মন্ত্র পড়ি' নাচাইয়া মাঙ্গলিক ডালা ;
আজি পুরবালা
রাজপথে দাঁড়াইয়া, মাতৃরূপা তন্ত্রী স্বরূপিণী
পুরবাসী সৈন্য অক্ষৌহিণী,
তোমার নির্দ্দেশ মতে যদি পারে যুঝিবারে রণ,
তোমার আদর্শপূজা সেই হ'বে তোমার বরণ !
ন্যায়-নিয়ন্ত্রিত পথে তব রথ ছুটিবে নিশ্চয়,
জাগিবে অভয়
আশাহত মূঢ় মনে, নিষ্পীড়িত নরনারী সবে
তোমারে বরণ করি লবে ।

হে অভয়,
সম্মুখে কর্ম্মের পথ, তরুণের শতেক সংশয়,
সহস্র সঙ্কট,
অন্ধকার গিরিগুহা, বিষধর প্রচ্ছন্ন কপট ;
মায়ার কাঁদন
পশ্চাতে গুমরি' পায়ে পরাইয়া দেয় যে বাঁধন ;
আশে পাশে আর
অপদেবতার ছায়া, অট্টহাসি বিকট চীৎকার !
তুমি শুধু দাঁড়াও সম্মুখে
তব দীপালোক হ'তে জীর্ণ দীর্ণ অসহায় বুকে
হবে আনি সাহস সঞ্চার ;
বার বার
যে দীপ মিতিয়া গেছে রাত্রাপথ অন্ধকার করি'
তুমি তাহা ঊর্দ্ধে রাখ ধরি !

—•—

[redacted]

ব্যর্থ যৌবন

যৌবনে তোমার যৌবনের রোল ওঠে বাংলার বক্ষ চিরে
এর মাঝে মানো তোমার সাধনা ? যবে না হবে না, যাও না ফিরে

এই বাংলার শ্মশানের মাঝে তব আহ্বান মিথ্যা কথা
মানুষের তরে দিবে আরো যে বাড়িবে দ্বিগুণ ব্যথা !
পথের মাঝির নিশানা মাতার, ঘরের ঠিকানা মেলে না যার,—
শ্রম-কঠিনে রক্ত-চাষ্ণ-সুরে-পড়া পিঠে যদহ ভার !
তিমির নয়ন করিছে বরণ নিশিদিন বিনিসূতার মালা
ঝরে ঝরে ফুল, শরাণ আকুল, নিভে যায় চোখে দিনের আলো
দুর্বল দেহ কাঁপে থর থর, জলে ভরভর নয়ন দুটি,
আমরা প্রাণ চাপিছে সবলে শ্মশানপ্রেতের বিরাট মুঠি,
একটি জীবনও নাই যে হেথায়, তারা দেহ নিয়ে বসেছে মেলা
এই শ্মশানের মরাদের নিয়ে তুমি কি খেলিবে মৃত্যু-খেলা ?
হিমালয় তব সুখের আলয়, শক্তি নিলয় পাষাণে আছে,
সুখ হতে সে যে অতি দুর্গম এই শ্মশানের মরার কাছে
তুষার তুষার মহামহিমার কি জানিবে চায় মর্ত্তবাসী,
শরতের আলো চেকেছে তাদের মরণের কালো ধূলির রাশি !
আসিবে পরশ করে না পাবন, কালো শরতের প্রভাত-আলো
মুখ তুলে যবে আঁখির আড়ালে সেই আজ যেন লাগে না ভালো।
কোথা এতটুকু প্রাণ দুরু দুরু কঙ্কালসার দেহের মাঝে,
কোটর হইতে চোখ দুটি যেন টুটে এসে ফুটে বুকে বাজে !
তৃষায় আজ ফেটে না যা'দের দারুণ তৃষায় মেলে না জল,
যৌবনোদ্যমে কেমনে তাহারা তোরে আজ মাগো পূজিবে বল ?
মরণের পথে কণ্টকেরায়ী সাদা বাচ্‌ড়ার আগাছা ভরে ;
চণ্ডীর ঘরে আজি দুবরে দিবসে শেয়াল খেয়াল ধরে ;

সারা বাঙলার সকল পাখীর মাথা বুকে নিয়ে ঘরেছে গুড়ে'
হেঁকে চলে হুহু এলোমেলো বায়ু কাঁদনের হাড় ওঠে যে নড়ে'
মারী-রাক্ষস মরা বুকে করে' তাণ্ডব তাণ্ডবিয়া নাচিছে ঘরে !
দুর্ভিক্ষের বিষ-নিশ্বাসে বাঙলার গ্রাম উঠিছে ভরে' !
ওগো মহাময়ী আসিবে না আজ মহা দুর্দিন এসেছে ফিরে,
মহা-উৎসব কে করিবে মাগো বাঙলার মরা-শ্মশান তীরে ?
সারা বাঙলায় শুধু হায় হায় প্রাণ কেটে যায় সহে না আর
বুক ভেসে যায় আঁখিজলে মা'র সে আজ করিবে সান্ত্বনা যার ?
নন্দনবনে শুধু বালিয়াড়ী—কুল-চন্দনে তোমার পূজা ?
বুকের রক্তে ধোয়া'ব চরণ তাও যে শুকা'ল দশভুজা !

যৌবনে তোমার রোদনের রোল ওঠে বাঙলার বক্ষ চিরে ;
এর মাঝে মাগো তোমার সাধনা ? হবে না হবে না যাও মা ফিরে !

কমলারে তুমি আনিবে যে সাথে বসাবে কোথায় তাই মাগো
ধূ-ধূ করে মাঠ রোদে ফাটে কাঠ, এ বেদনা বুকে বাজিবে না গো ?
মাজ না গঙ্গাতে শুকায়ে গিয়েছে কচি ধানগুলো ঘুঁষের 'পরে ;
শ্রাবণের ধারা আমনের চারা সহিতে পারেনি গিয়েছে ঝরে !
হাতে তুলে দেব কি আছে ঘোদের ? কোথেকে কারা ঘুরায়ে 'গুরে'
বুক ভেঙে যাবে সবে নাক তার কোথা ও চাষী আছিস ঘরে' ?
অবিচারী-কর-ধৃত-কম্পিত কণ্ঠে বসিয়া সমাধি—
বাক্ রোধ করি' রবে বাক্‌দেবী কেন হেন ওমা দুর্মতি ?
ছেঁড়া-তার বীণা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ধীশাপাণি আজ অচেতন মত
অচলা হইয়া ব'সে রবে মাগো বেদনাধা অয়-নভাসত ?
দুর্বল হীন অবসনে কীণ তার মাঝে আসি' দাঁড়িবেনা,
শক্তি দেবে কি চির মরাদের প্রাণের আসে কি শক্তি দেয় ?
মড়াদন তব অকারণ আসা নিষ্কৃতি করিয়া আসাই মতি,
হেথা নাই কাজ, ভ্রষ্ট সাধনা সিদ্ধিবিধাতা হে ধনপতি !

[redacted]

[redacted] কিসের দিধি রেখে গো তুমি ?
[redacted] বল মাগো আকাশ চুমি' !
[redacted] চারণালিনী, শিরোপরে করি আসন তব
[redacted] চলে নামি লীলা তব এ অভিনব !

[redacted] মুখে ফুটালে মহা কিল্‌কি দিয়ে
[redacted] আসিবে শতরে অভয় নিয়ে !
[redacted] অভয় রে দেবী, বেঁচে র'লে ভীত হয়ত মন
[redacted] এ মহারণ ?
[redacted] রক্ত-পিপাসু শক্তি যে আজ উঠিছে রুখে
[redacted] হানা দেয় দীর্ণ বুকে .
[redacted] দশ প্রহরণ তবু যদি আজ শক্তি জয়ী
এস মা জননী এই বাঙলায় শিখা পূজায় বিশ্বময়ী

তোমারে তোমার যোদনের রোল ওঠে বাঙলার বক্ষ চিরে
এর মাঝে মাগো তোমার সাধনা ? হবে না হবে না, যাও মা ফিরে

[redacted] পরবাসী মোরা আপনার ঘরে কাঙালী প্রায়,
[redacted] হয়ে আজি বাঙলায় বাঙালী হায় !
[redacted] ক, ক্ষুধায় কাতর, গোলাভরা ধান তুঁষের কাঁড়ি,
[redacted] আজ যারা বেঁচে আছে আধমরা তারা নড়েনা নাড়ি ;
[redacted] বিপদ ভীষণ, কাল স্বপনের শঙ্কা হয়ে
[redacted] রাখে শঙ্কিত ভাবে মরণের বেদনা বয়ে ;
[redacted] তব পীড়ন আঘাত ভেঙে দিয়ে গেছে সবার বুক,
[redacted] ভরা ভয়ে ভীত মরম পরাণ, আঁখির সুখ ;
এই কি তোমার পূজার চিহ্ন ওগো মা পুলক-উৎসময়ী ?
এই কি তোমার মুক্তি-বোধন এই কি সাধনা বিশ্বজয়ী ?
আমি এ আঁধারে মৃত-হতাশার তোমার চরণ পরশ আশে,
[redacted] ভীত সন্ত্রস্ত নিঃস্ব রজনী আছে সমাহিত সর্বনাশে !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ব্যর্থ বোধন

সে যে কতকাল কতকাল ধরে' এখনও ফুরালো হল না শেষ,
সন্তান তরে জননী তোমার হৃদয়ে হল না করুণা লেশ ?
এই অবিচার এই অনাচার এই ব্যভিচার অত্যাচারে
এই অনিয়ম এই যে পীড়ন এই যে মরণ লক্ষ বারে ;
এর মাঝে মাগো মানুষ বলিয়া গ্লানি অপমান শেলের মত
দগ্ধ করিছে সব সম্পদ গৌরব আজ চরণাহত ;
মানুষ বলিতে যার কিছু নাই, হীন পশুসম যাতনা সয়,
জগৎজননী তব আরাধনা তার কাছে সেকি মিথ্যা নয় ?
যদি কোনও দিন ওগো মা আমার এ দীন রুদ্ধ বক্ষ টুটে,
সন্তপ্ত-ক্ষতের শোণিত বিন্দু শুভ্র কুসুমে ফুটিয়া উঠে—,
সহ হবে তব পূজার অর্ঘ্য, চন্দন হবে অশ্রুজল,
তব আগমনী সে দিনে জাগাবে বাঙলার বুকে সুপ্ত বল !
সে দিন হবে মা সারা বাঙলার অকাল-বোধন তোমার তরে ;
নীল কমলের অর্ঘ্য সাজাতে উপাড়ি' চক্ষু দিব না করে' !
পীড়নের যত বন্ধন আজে লসিত কপালে অঙ্কিবে দিয়ে—
গ্রন্থিতে তার লক্ষ কমল নব পরিমল রবে দিয়ে,
আপনি ফুটিয়া শোভা-সম্পদে চরণ তোমার করিবে পূজা
তখন তোমার বোধন রাগিণী মরাদেরও কানে লাগিবে ভালো !
বন্ধ কর এ বাজের রোলে মিথ্যা দীনতা চাকিতে বাঙলা—
জোর-করা হাসি সর্ব্বনাশী যে বৃথা সাধনায় সিদ্ধি চাওয়া :
আজ থাক দেবি মিথ্যার পূজা, সবের প্রবোধ বাড়ায়ে লাভ :
চিন্ময়ী থাক চিত্তের তলে, মৃন্ময়ীরূপে এসনা আজ

বোধনে তোমার বোদনের রোল ওঠে বাঙলার বক্ষ চিরে
এর মাঝে মাগো তোমার সাধনা ? হবে না হবে না, যাও মা ফিরে

[redacted]

[redacted] জননী

[redacted] আজি কে তোমার রাখিবে সম্মান ?
ওরে রুদ্র ওরে হনুমান,
কি বেঁধেছ, ফিরিয়া পশ্চাতে ?
হৃৎপিণ্ডের রাঙা
ওই সেথা প্রণয়ের বক্ত তোরি যে মাথার পরে,
তব চোখ আরো রক্ত করে'
কেঁদনে না আসি,
না হয়েছি বিগলিত-চিত্তা,—সন্তোষের পূর্ণ পাত্র খানি
অধরে তুলিয়া ধরি' আকণ্ঠ করিলি তুই পান,—
জননীর অপমান
তাই তোর বাজিলনা' বুকে।
কাপুরুষ!—পৌরুষ ওঠে না রুখে
পাষণ্ডের দণ্ড দিতে বুঝি ?
অন্ধকার গর্ত্ত খুঁজি'
হীন সরীসৃপ সম লুকাইতে চা'স আপনারে
তোরি যে গৃহের দ্বারে
মূর্চ্ছিতা জননী পড়ে'—পদাহত নারীত্বের মান
শত ধিক তোরে ভীরু,—মানুষের মূর্ত্ত অপমান

[redacted] তোর, মেদ মাংস অস্থি বাণি দিয়া,
[redacted] ছেলে দিলে তুলাতে পড়িয়া
তোরে, বিধাতার বার্থতা আপনার যন্ত্রণার বলে,
শৈশব প্রভাত হ'তে যৌবনের অস্ত্যাজ অচলে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

যাহার অভয় দৃষ্টি ধ্রুবতারাসম দীপ্যমান,
যা'র প্রাণস্পন্দনের সনে
মানুষের রত্নশালা অমূল্য সম্ভারে আলো করি'
রহিয়াছে চিরন্তন যা'র—
তারি হ'ল অপমান!
রে আকৃষ্ট, কঠিন পাষাণ,
ঘাসু হয়ে সন্তানের মর্য্যাদা ভুলিয়া
অসাড়ের শেষ ঠাঁই—মৃত্তিকা বলিয়া
দেহ রাশি' রহিলি সন্তোষে?
বিধাতার অভিশাপ গর্জ্জি গেল ক্ষীণ আক্রোশে!
—তবু তোর ভাঙ্গিল না ঘুম
পড়িল আবর্ত্ত মাঝে মাথা তুলি রহিলি নিঝুম!
দুর্দ্দিনের অন্ধকারে পশুবলে দানব দুলালি
খোয়ালি চোখ,
তোরা অন্ধ নপুংসক, কুক্ষ পৃষ্ঠে বহি অপমান
ধরণীর ধূলি মাঝে মিশাইয়া দিলি নিজ মান!
জননী ভগিনী জায়া নারী দেবতার
পুঞ্জীভূত বেদনার ভার
যদি তোর এতটুকু বাজিত পরাণে,
নারীত্বের হীন অসম্মানে
যদি তোর মর্ম্মতলে লাগিত কাঁটার অভ্যর্থনা বাধিয়া;
গ্লানিসিন্ধু-তরঙ্গ মথিয়া
উঠিল যে কূট হ'লাহল,
পাত্রহীন অনর্গল
তারি জ্বালা অর্জ্জরিত করিল পৌরুষ;
সাহসবিকৃত বুকে দাঁড়াইয়া একমাত্র নির্ভীক,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

[redacted]

[redacted] ;

[redacted]

[redacted] নিত্য অত্যাচারে,

[redacted] সভ্যতার ছদ্মবেশে [redacted]

[redacted] ;

সন্তানের মুখপাণে [redacted]

নারীত্বের-প্রত্যাশী, কাম-দৈত্য নিত্য চায় কাড়ি'
আপনার বাহুবলে ; তুই যদি ঘর দ্বার ছাড়ি'
পলাতক আসামীর মত বহু দূরে যো'স্ নিরুদ্দেশ,
সাহসীর থাকিবে কি শেষ ?
ওরে ভীরু, একটুকু পুরুষত্ব যদি তোর নাহি থাকে মনে,
কলঙ্কী দুহিতা মায়া, অসহায় দীন পরিজনে
কেন তবে এতদিন কাঁদালি বঞ্চনা ?
আপনার বার ভুলি' এ কেবল মানুষে গঞ্জনা ।
রক্ষক বলিয়া যদি আপনার দিলি পরিচয়
ভক্ষক বলিয়া কেন পরীক্ষায় হ'লি পরাজয় ?
ছি ছি লজ্জা, ছি ছি ঘৃণা, বিশ্বাসের সীমা নাহি আর,
ফিরে চাহি দুর্বাহ এ কলঙ্কের ভার
বংশক্রমে দিয়ে যাবি যোগাড়িত বিত্তের সমান,
ধূলি ধূসরিত তবে মানুষের হীন অসম্মান ?

মুক্ত আজি জননীর অভিমান ;
ডাকে তাকে না মাতা, আর্তস্বরে ডাকে ভগবান,—
"নারীর বারণ লজ্জা ভয় হয় তুমি দয়াময়,
মানুষ হয়েছে পশু তাই তব বাড়ি সো আশ্রয় !

পাঞ্চালীর লজ্জাহারী
এস হরি, সুদর্শনধারী,
পাঞ্চজন্য বাজাইয়া পিশাচেরে ত্রস্ত করি পথে,
নারায়ণ, এস তুমি রথে !
অমোঘ নির্ঘোষে তব ধনাগারী যুদ্ধে যাক সরি' ;
ভীষণ কার্ম্মুক ধরি'
একবার কর হে সন্ধান,
তোমার সে অগ্নি-বাণ
উগারি তরল বহ্নি ফেলে দিক মিথ্যা তয়-জাল,
এস তুমি ভীষণ করাল !
রথচক্র অভিঘাতে গ্রহ উপগ্রহ চূর্ণ করি'
চন্দ্র সূর্য্য জ্বালাইয়া কালানলে এ জগৎ ভরি'
এস তুমি জগন্নাথ !
চূর্ণ কর চক্রতলে মানুষের সঙ্কট-সঙ্ঘাত ।"

মাথায় আষাঢ় সন্ধ্যা, কালো মেঘে ছেয়ে গেলো আলো,
লীলাপদ্ম কেন আর আচম্বিতে এখন শুকালো ?
বিশ্বের বেদনা বুঝি বাজিয়াছে দেবতার প্রাণে,
তাই তাঁর দুর্জ্জয় সন্ধানে
কোটি বিশ্ব ফাঁদে ধরা ধরি,
জননী ভগিনী জায়া দুহিতার নির্য্যাতন স্মরি' ;—

পথে নিমজ্জিত চক্র পুনরায় চলে ঘর্ঘরিয়া,
নারী-লজ্জা সম্বরিয়া
জগন্নাথ আসিলেন রথে
নারীর বুকের রক্তে কর্দ্দমাক্ত জগতের পথে !

—০—

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

[redacted]

শোষন-যজ্ঞ

[redacted]
[redacted]
[redacted],
[redacted]
[redacted]
শোষন-যজ্ঞ দিলা ?

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

পথের কাঁটা যে পড়েছিল পথে, পথের পথিকে
পথের কষ্ট দিতে,
তাহার মিঠুর রক্ত কলঙ্ক কেমনে না জানি
বিঁধিল তোমার চিতে।

তাই কি তাদের কুড়ায়ে আনিলে কেলিলে ব্রতে
ঘৃণার হবন যবে,
আজ যে তাহারা চূর্ণ হইয়া ধূলার ধূলায়
পরমাণু হ'য়ে রবে।

বিশ্বের বুকে চিল যে দয্য করিলে কি অহা
অনলে আহুতি দান,
শোধন-যজ্ঞে বিশ্বের বুকে জ্বলালে যদি
নাশিতে প্রস্তুতি মান।

শোধন-যাগের আগুনে আমার দহিয়া নাওগো
সোণা হ'য়ে যাব ফিরে,
দহিয়া ভস্ম হইব, অথবা যদি শিখায়
জ্বলিয়া উঠিব ধীরে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

[redacted]

দুঃখ-দহন

বাদি হৃদয়ের মাঝে বেহুরে তোর
শিরা উপশিরায় ;
ওরে তীব্র, ওরে বলাঢ় পাষাণ,
ওরে নিদয় ওরে হতমান,
কার মুখ চেয়ে সহিলি এখনো
কাহারে করিস্ ভয় ?
পলে পলে তোর ক্ষুব্ধ মরণে
কেন তোর পরাজয় ?

স্নেহের কাঙাল দয়ার ভিখারী,
লজ্জা করে না তোর,
করুণা লাগাতে মিথিলাময়
মানবে অশ্রু লোর ;
ওরে এখনো রেখেছিস আশা—
ছিল জীবন শুধু ভালবাসা—
যুক্ত তার প্রেম যদি আছে তবে
কেন সংশয় ঘোর,
যারা করে হেলা চরিতে তাদের
নাহি কি মমতা তোর ?

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

অগ্নিময়ের সন্তান, তোর
ঘুচিল কিগো প্রাণ,
জড় হয়ে তুই আজ দাঁড়ালি
মহা দীন অসমান ;
চিতায় নাওনি হাই তোরে দাবে
আজি মানবে তোরে চেয়ে না পাবে,
অমৃত যে চুমু-সাথ কি হারালি
সে যে অমৃতের দান,
নাহিক পশু-দলিত জীবনে
সত্যের নাহি মান ?

ক্ষিদের দায়ে তিক্ত তুই
ছি ছি মরে যাই লাজে,
পরে পায়ে সুখ তোরে দয়া করে
এই বড় বুকে বাজে ;
কিসে গরীয়ান তোর সেই দাতা
কিসে তোর নীচ অবনত মাথা
শূন্য-চেতন ভরে অচেতন
এসেছিস কোন কাজে ?
কলের পুতুল প্রাণহীন হয়ে
রহিবি কদিং মাঝে ?

বুলি তরি তুলি অতুল কথা
গড়ুর চল পাখে
বাড়ে শুধু ক্ষুধা তুলায় আলা
বার্থতা বাঁধা হাতে ;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

[redacted]

এত বড় দুই এক হীন যেন,
এক শিরে যেন শির যেন ;
আশা ভরসার একটি হাসির
কিরণ পড়িল প্রাণে ?
দুই যেন এক অতল গভীর
অবোধতি শুধু জানে।

ঐক্য-শির আয়ত বক্ষ
তেজোময় আঁখিপাতে,
বলের শক্ত আঙুলিয়া ধর
জীবনের দিনে রাতে,
স্নেহ-বাদল আশনি-আঘাত
সহায়ণে সহি ঘাত-প্রতিঘাত
হৃদয়ের বল অটুট রাখিয়া
দেবতা-আশীষ মাখে,
দুলে ধর আজ বিজয়-নিশান
বজ্র-কঠোর হাতে।

পথের যত কণ্টক আছে
দ'লে চল অবহেলে,
চলে চল তুই দুরের পাষাণ
দুই হাতে কেল ঠেলে ;
পর্বত যদি পড়ুক মাথায়
যদি যদি তাতে কিবা আসে যায়,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

নূতন হইয়া গড়িয়া উঠিব
একবার বেঁচে নেলে,
মায়া-মরীচিকা সম্মুখে তোর
আগে চল পিছে ফেলে।

দুই চোখে দেখ মরুর চিত্র
বাহি ছায়া-তরু জল,
তপ্ত বালুকা ছড়ায় আগুন
বায়ু খসে হলাহল ;
মৃতের আর্ত্তধ্বনি শোন কানে
ভ'রে গেল ধরা অশ্রুর বানে—
ভীষণ দৃশ্য শ্মশানে মশানে
নাচিছে প্রেতের দল ;
দুর্ব্বল হও, বীর পদভরে
ধরিত্রী টলমল !

এরই মাঝে তুই জনম লভিয়া
বেঁচে উঠে ওরে মরা,
জীবন-মৃত্যু এ মহা আহবে
জেগে ওঠে ওরে জরা,—
আজিকে অগ্নিদেবতার বাণী
বাঁচায়ে তুলিবে বর্ত্ত মৃত প্রাণী,
অসাড় লাগিবে অভয় মন্ত্রে
মরণ-বিজয়-রথ
নূতন জীবনে চাহিয়া দেখিবি
হাসিছে তরুণী ধরা।—

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

[illegible]গ

[illegible] মশো ছিন্নমস্তা
কেন এলোচিলি বলে'
তাণ্ডব নাচ নাচিয়া তাথিয়া
তাকিনী যোগিনী সঙ্গে ;
মেচে গেলি তুই দয়া কি হ'ল না
শ্মশানে নৃত্য একি এ ছলনা ?
প্রলয়োল্লাসে আগমনী তোর
বিজয়া মৃত্যু রঙ্গে !

ছুর্গতিহরা ছুর্গা মা তুই,
ছুর্গমে তোর মুক্তি,
অসহায় বুকে যুগে যুগে জাগো
আশায় এসেছে শক্তি !
নিতারি' তব দশ প্রহরণ,
এসেছ অভয় শরাহরণ,
শমনের বলি হীন দনুজনি
দৈত্য দানব ধ্বস্তি !

ছুঃখ-শোক-ছুস্থ হৃদয়
সন্তানে মহালক্ষ্মী
তারিলে এই আশা নিয়ে ছিল
প্রত্যাশী শত অক্ষি ;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]—

শরৎ আকাশে ঘনাইয়া আসে
কালবৈশাখী তূর্ণ,
ভীম-গর্জ্জন বজ্র আঘাতে
করে বুঝি সব চূর্ণ।
বিদ্যুৎ-অসি চলে চিরে চিরে
মেঘের বক্ষ প্রলয় তিমিরে
ভীত কুটীর-অঙ্গন তল
বর্ষার জলে পূর্ণ।

ঈশান কোণের কথা আমিকে
মত্ত পাগল হতা,
পিঙ্গল জটা এলাইয়া ছোটে
পশ্চাতে যায় বন্যা!—
কূল ভেঙে পড়ে যায় ধসিয়ায়
তীর ঘন ফেনায় ছুটে ভেসে যায়।
পথে দাঁড়াইল গৃহহীন সম
কাঁদিছে শূন্য কন্যা।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

[illegible]

মনের কলে যে যে করে
বসুধে চলে সৃষ্টি,
এতটুকু তাই দাঁড়াবার ঠাঁই
নাহিক প্রলয় বৃষ্টি।
গরজে মত্ত মরণ-সিন্ধু
পলকে গ্রাসিছে জীবন-বিন্দু
তব আগমনে আনন্দময়ী
হল একি অসাসৃষ্টি!

বিজ্ঞানময়ী বাণী সাথে ছিল
লাগে তাই মনে সন্দ,
আজিকে মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে,
তবু আঁধারের দ্বন্দ্ব?
সে কি তবে মিছে মাটির পুতুল
জীবন ভরিয়া দিয়ে গেল ভুল,
অর্চ্চনা-ধূপ দহনের সাথে
নিয়ে গেল মধু-গন্ধ?

গণপতি ভবদহনের দেবতা
গণগালকের গর্ব্ব,
একটি দণ্ড আঘাতের ঘায়
যদি হরে গেল খর্ব্ব,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

বিদীর্ণিত যারা নিগ্রহ গ্লানি
সহিয়া এসেছে বুকি দুই পাণি,
বুকের রক্ত বিনিময়ে তারা
লভিবে মরণ-পর্ব ?

কুমারের হাতে শর কার্মুক
সে কি মাসরের সজ্জা ?
হীনবলী নাম ধরিছে সত্য
একি দেবতার লজ্জা !
'মথা আজিকে মেলিয়াছে ডানা
অন্যায় বুকে দিয়েছেরো হানা,
নিষ্ঠুর নখ দন্ত মেলিয়া
তবিবে যদি মজ্জা !

সিংহবাহিনী, সিংহ যে আজ—
শক্তির মদে দিপ্ত,
রক্ত নয়ন হল যে পো ভার
হিংসার রোষে তীব্র ;
কেশর ফুলায়ে দাঁড়াইল রুখে
নাহি কি শক্তি বর্শার মুখে ?
শত্রু নাশিতে সন্তান দেহ
করিলে রুধির লিপ্ত ?

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

[redacted]

নটের যদি বা শূন্য বিক্রমে
তৈরবীও শক্তি দলে,
শক্তিময়ীর পূজা আরাধনা
কেন তবে এই বঙ্গে ?
এযে পাপাচার মিথ্যা ছলনা
শক্তিময়ীর পূজা ত হ'লনা
পুতুলে করেছে পুতুলের পূজা
লেপি' রঙ মাটি অঙ্গে

আহ্বান

আজি এ দুর্য্যোগ মাঝে তোমার আহ্বান
সহস্র মৃতের দেহে সিঞ্চিল পরাণ
নিমেষে মরণ হরি'—ওগো মৃত্যুঞ্জয়
এ মহা শ্মশান মাঝে তোমার অভয়
দিকে দিকে প্রচারিল আনন্দ সংবাদ
নিমিষে প্রশান্ত করি' মুক্ত আর্ত্তনাদ
কলাপ দিয়েছে সাড়া,—আপনার বলে
নবঘ তুলিয়া শির রাজপথ চলে
নব গান গাহি ; তিমির মরমে তা'র
তেজদীপ্তি উৎসারিত ; ঘুচালি' আঁধার
প্রিয়তম দিলে ধরা সেই শুভক্ষণে !
দুর্ভাগা চিনিয়া নিল আপনার জনে।
তুমি যে রয়েছ প্রভু সর্ব্বালোক ছেয়ে
তাই এ মিলনযাত্রা তব পানে গেয়ে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

অবরুদ্ধ

ওগো, আমার ঘরের সকল দুয়ার
বন্ধ করিল কে,
আমি অন্ধকারের অন্তরীণ
পড়িয়া রহিব যে !

আমার জীবনে নিশি দিনমান ঘিরে,
বিকট দৈত্য ফিরিছে আমার পিছে ;
আঁধারের জীব ডাকিয়া দেখায় ভয়,
পাতাল পুরীতে পড়ে আছি মনে হয় ;

পড়ে আছি যেন মরে আছি হেথা
অবশ অঙ্গ মোর,
জেগে থাক' যেন রজনী শেষের
বিশ্বা স্বপ্ন ঘোর—

আপনার কথা পশে না আপন কানে
হৃদয়ের শ্বাস কি বাধা হৃদয়ে হানে,
নিজেরে হারায়ে মনে মনে ভাবি তাই
তবে বুঝি আর এজগতে আমি নাই !

আলোকের প্রাণী বাহির হইতে
ডাকিয়া আমারে কয়,—
"এমন প্রভাতে অলস-শয়নে
ঘরে থাকা ভাল নয় !"

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

—আমি ভাবি, চোখে যদি না দেখিনু আলো
তা'র চেয়ে ওগো মরণই আমার ভালো !
দুয়ার হইতে আলোক ফিরিয়া যায়
দুর্বল প্রাণ শুধু করে হায় হায় !

যাহার হইতে বৈ তাকিয়া বলে,
"খুলে দাও আজ তার
আঁখিদার তব পুলকের মেলা
দেখ দেখ একবার।"

"তোমারে ঘিরিতে উঠিয়াছে কত গান
কি তোমারে করিবে হৃদয় দান !"
শাসন প্রাচীর যদি বা বসিনু উঠি
কারাগার দেহে আবার পড়িয়া লুটি

ঘরের আগল খুঁজিয়া মিলে না।
পাগল হইনু যে,
কার তোমার ঘুচায়ে সব
আমারে দেখাবে কে ?

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

চির-দ্রোহী

পলে পলে এই বিফল-মরণ—বাসর তুই কি ওরা,
তীক্ষ্ণ-বিষের শত-শাবুল বেঁধে নিলো তবে ?
হল ফুল বাঁধি শুধু তুণ
দুর্বল হেরে কাঁদে বাঁধা
মুখে নাহি ভাষা শুধু হীন ব্যথা উঠিছে আজ ভরে'
কলঙ্ক-রবি হাসিয়া ফেলেছে গৌরব-ভাস্করে !

অসীম আকাশ আর বাতাস অম্লান ওই আলো
সকলি ব্যর্থ তোর কাছে ছি ছি ! কিছুই লাগে না ভালো ?
গগন-চুম্বী শৈল শিখর
অভ্র ভেদি' ঝরে নির্ঝর
সাগরযাত্রী উদ্ধল নদী বলে 'মর প্রাণ চলো'—
তুই বসে রবি শুধু দিন গুণে হায় বর্ষর কালো ?

জীবনের বীজ বুকে নিয়ে কেন লভিছে সোনার গানে
ভরি' আনন্দ উছলি' উঠিছে প্রভাত-পাখীর গানে,
আঁধারের পর আলোর পরশ
তবু তোর প্রাণে আসে না হরষ
মরা ও মরার অভিশাপ নিয়ে বেঁচে রবি কোন প্রাণে ?
তোরই চারিপাশে মরা ওরে কেন সব-জীবনের গানে !

বুকের রক্ত দিয়ে যে নিতাই রসিয়া না দিবু তাই
তুই কি ভাবিস এত দিন পরে সকলি হয়েছে বাঁকি ?

[redacted]

[redacted] মাঝে যে যত-খুশি
[redacted] তোরে ধরে তাপুর,
[redacted] যত-নাশ আঁখিরে তাকি ?
[redacted] নিশাথে এসে ফিরে নাকি ?

[redacted] তোর-দিনার তোমা-হারারে যে-রূপ উঠিল ভাসি'
[redacted] ফুরে' হাসিল বেই হাসি,
যে-কথায় শুনি' শত-সঙ্গীত
প্রাণে মনে পেলি' কত ইঙ্গিত ;
আকাশে বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া বাজিল মিলন-বাঁশি
সে সব মিথ্যা ?—শুধু কল্পনা ?—বিফল সর্ব্বনাশী ?

[redacted] গড়িবি বলিয়া ভাঙ্গিলি বুঝি তোর আশা
ভুলে ফেলিয়া নয়নের ধূলা চরণে দলিয়া হাস,
শুধু আনন্দ শুধু সান্ত্বনা
বিশ্ব জিনিতে তোর অভিযান
[redacted] ভাঙ্গিতে বীণার সর্ব্বনাশ।
[redacted] ভুলিয়া গৃহ কোণে-আজ বাঁধিলি আপন বাসা ?

[redacted] নিশি-দিবসের শশীরি নির্য্যাতন
[redacted] চরে ভেবে তোর তরিরি মন ;
[redacted] যদি আজ আসি সকাশ ?
[redacted] তোর সাথে অপমান ?
[redacted] এই নিভৃত ঘরে চিনবে আমায় জন
[redacted] ঢেকে সে যে বুকভরা ধন !

[redacted]

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

অক্ষম ভুই ?—সে কথা কেমনে বলিবি সবার মাঝে
প্রাণ ঢেলে তোর ব্যর্থ জীবন ? ছি ছি মরে যাই লাজে ;
প্রেম দিয়ে যদি প্রেম নাহি পা'স
করুণ নয়নে কেন ফিরে চাস ?
হৃদয়ের মাঝে যেখেনে সত্য শুভ-সুন্দর সাজে,
অসহ হইলে বুক ভেঙে ফেল যদি বাধা মুখে বাজে

শিরায় শিরায় মানুষ জাগায়ে দাঁড়া দেখি তুই বীর,
গৌরবে স্ফীত বক্ষ প্রসারি' উন্নত রাখি' শির' ;
মিছে বুকে তোর কর হানাহানি
দূরে ফেড়ে ফেল অবসাদ গ্লানি,
সম্মুখে জীবন-মরণ সিন্ধু ওইত দাঁড়ায়ে থির
আকাশ হইতে ঝরিছে মাথায় শতেক তীর্থ-নীর !

বুকের রক্ত জমাইয়া তোল নিভৃতে আপন মনে
সুন্দরে আরো সুন্দর কর আপন হৃদয় তলে,
দু'হাত প্রসারি' বলা হইতে,
সকল আঘাত হবে যে সহিতে'
যদি ভুলে যাস আপন মনেরে ঘুমাইবি কোন ছলে,
নিন্দার ধূলি মাখিয়া অঙ্গে হাসাবি শয়তানে ?

হৃদয় ভরিয়া নিতে হ'বে দুখ সাদরে বরণ করি'
আঘাতে আঘাতে শুধু হলাহল উঠিবে চিত্ত ভরি'
মরনের ধারা ব'বে অবিরল
কাঁপিবে জীর্ণ দেহ দুর্বল,
প্রাণবায়ু হ'বে স্পন্দন-হীন নিত্য অদৃষ্ট স্মরি'
দানব আসিয়া মনের মাণিক নেবে পলে পলে হরি !

[redacted]

[redacted] হ'তে রাশ টেনে হ'বে চলিতে হইবে আগে
রসাতলে নাও চলে তরিণী যদি সে তোমারে মাগে,
তোমার সকল কর্ণধার।
সেই দিন হও প্রিয়-আরাধনা,
সকল কর্ম সকল বাঁধন ছিঁড়িবে তাহার অনুরাগে
শুধু নিজে তুমি ছুটে দাঁড়া আগে সকলের পুরোভাগে।

অভাগ্য

এসেছ যে সেই কাল চিত্ত-দ্বার রুধি'
সংসার-বন্ধনে বাঁধা অশ্রান্ত শুধি',
এক কর্তব্যের দায়ে অন্য অপরাধে
দগ্ধ হ'বে—অন্তরের ক্ষুব্ধ আর্তনাদে।
রাজসভে মানবের আনন্দ সঙ্গীত
নাটশালে এসে দেয় কিসের ইঙ্গিত?
ওরে ও বধির মূঢ়, ওরে আত্মভোলা
বাহিরে বহিয়া যায় ফাল্গুনের হাওয়া
তুই তারি নয় মাঝী করে আসা যাওয়া
তোর বেসাতরে? সেকি দূরে বহু দূরে?
এ ক্ষয় আলোর গান বাজিছে মধুরে
আমারি প্রাণের তারে প্রাণের মাঝে,
—চির পথে চলা যায়—তাই মরি লাজে!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সাথি

পুরাতন বর্ষ করি গত
ওরে তাপাহত,
পশ্চাতে চাহিয়া কেন অধিমেষ আঁখি,
পুঞ্জীকৃত মাখিয়াছ বাকি
জীবনের পাতায় পাতায়,
হায় হায়
কিছু কি পড়েনি লেখা ?
সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে রম্য
আত্মের যোগলব্ধ যে মনস্বীদেবী,
তারে দেখি
পাওনি কি নির্ম্মালা প্রসাদ ?
শুধু নিন্দা গ্লানি অবসাদ
অর্জ্জিয়াছ রাত্রি দিন ?
তুমি ত ছিলেনা দীন
হৃদয়ের মাহাত্ম্য সম্পদে !
দুর্দ্দিনের দুর্য্যোগে বিপদে
তোমারে দেখেছি স্থির ;
উন্নত রাখিয়া শির
সংসারের সহস্র সংঘাতে
দারিদ্র্যের কশাঘাতে
ক্ষতদেহ, ক্ষীতবক্ষ হয়ে তবু
অবিরাম যুঝিয়াছ, বিশ্বাসেরে হারাওনি কভু ;
তবে কেন করুণ নয়ন,
কণ্টকে কুসুম বনে শুধুই কি করেছ চয়ন ?

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

কারে তুমি দিলে প্রাণ
কার দু'ধারে বলে কে তোমার দিলে প্রতিদান ?
তুমি কার পানপাত্রে ঢালিলে
ধাপন্তর তোর মন বাসনার শেষ অর্ঘ্য দিলে,
উপাড়ি ফেলে দিয়ে, উদ্ভাসিত প্রাণের আবেগে
যে দিল ঢালিলে বেগে
মানব পদ ধরি'
উৎসবের রঙে রাঙা উৎসর্গের পাত্রখানি ভরি'
ভেবেছিলে সকলি সফল
জীবন যৌবন মন বসন্তের আনন্দে উজ্জ্বল
সেকি হায় মিথ্যা হল আজ,
কর্ম্মের দুর্ভোগ মাঝে পেলে শুধু অসম্মান লাজ ?

সত্যেরে টানিয়া বুকে মনুষ্যত্বে করিয়া আশ্রয়,
মনুষ্যত্বে বড় করি যদি তোর হ'ল পরাজয়
সংসারের নির্ম্মম বিচারে,
কেন তবে তাগ্যবিধাতারে
অকারণ দিলিরে গঞ্জনা ?
মানুষের নির্দ্দয় যন্ত্রণা
যদি তোর বুকে বেজে থাকে,
অকারণ ত্রাসটাকে
বুকে নিতে চোখে আসে জল,
ওরে ও দুর্ব্বল,
মানুষে করিয়া বড় দাঁড়াইলি কেন পুরোভাগে ?
নিখিল ধরণী জাগে

আনন্দের অর্ঘ্য ভরি কুসুমিত প্রফুল্ল মঞ্জরী,
তুই শুধু গণদিন ধরি'
অশ্রু-আঁখি সকাতর দাঁড়াইয়া রহিবি পশ্চাতে ?

বৎসরের প্রথম উষায়
নবসূর্য্য-কনোজ্জ্বল কমলের বিকাশ-সুষমায়
বাজিয়া উঠেছে বাঁশী অনাগত ভবিষ্যের সুরে,
তুই কি যাইবি দূরে
বক্ষে রাখি সূচীভেদ্য ব্যথারাশি ?
আনন্দের সর্ব্ববাণী
চিত্ত মথে দিয়ে যায় দোলা,
ওরে মূঢ় আজি থাক ভোলা
যুক্তি তর্ক বিচারের ফের ;
নববর্ষ পুণ্যাহের
আশালোকে সমুদ্ভাসিত গান
আকাশে ভাসিয়া চলে, রজনীর হ'ল অবসান !

পুরাতন বর্ষ হল গত,
পশ্চাতের সুখ দুঃখ তার পায়ে মাথা কর নত !
তার পরে সমুন্নত মাথে
উষার আলোকে দীপ্ত অনাবিল উজ্জ্বল প্রভাতে,
চেয়ে দেখ নয়নের আগে
ধরার স্তিমিত প্রাণ একে একে ওই ফুটি জাগে
কণ্ঠহারা পাখী আজ গেয়ে ওঠে গান,
অন্ধকার ভাসাইয়া ওই এল আলোকের বান।

[illegible]

জননীর বক্ষ হতে আহরিয়া রস-প্রস্রবণ
শ্যাম শোভা বিতরিয়া কর্ণরিন বন উপবন
ফল ফুল কিশলয় নিয়ে
শিশুরা বলেরা আজ মানুষ হয়ে উঠিল কি দিয়ে ?

ওরে মূঢ়, আজ দেখে শোন্ মোরে আতি
আমার ডালের ছায়ী কোন্ খানে উঠিতেছে বাড়ি,—
সীমা হ'তে সীমান্তরে
গ্রামে গ্রামে, নগরে প্রান্তরে,
এ দুর্বল নামাবলী তাঁহার
পড়িয়াছে ঘরে ঘরে—
পল্লি হ'তে প্রতিধ্বনি, পল্ল হ'তে প্রতিশব্দ ঝোপে
ধরণীর দেহ রোম দলে দলে উঠিতেছে কেঁপে ;—
আমারে আশ্রয় করে দূর দেশ ধরিত্রী ভ্রমণ
ব্যাপ্ত হয়ে গেছে—মোদের এই সম্মিলন !

———

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

[illegible]

স্বাগতম্

স্বাগত সাধকশ্রেষ্ঠ,
জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োজ্যেষ্ঠ,
স্বাগত মনীষী বাগ্মী, কর্মপ্রাণ সত্যব্রত বলী,
চৈতন্যের সীমান্তসন্ধী
নমস্কার !—

আজিকে জানাব—
দীন হ'তে যাঁরা দীন,
হে প্রবীণ
সর্বাপদ্ধি,
অন্তরের প্রভাতরা তাহাদের সহস্র প্রণতি !
দুটি দুই পানি,
আজিকে শুনাতে চাই দুর্দশার মর্মান্তিক বাণী,
আর মাগি প্রতিকার তার।

ওগো বন্ধু, যারা আপনার
তাহাদের পেয়েছি সম্মুখে
সমুদ্রতরঙ্গ সম আশা তাই উথলিছে বুকে !

আমি দুঃখী, সহস্রের পদতলে নিপীড়িত আমি অভাজন,
আমারিত দুর্ভোগের নিষ্পেষণ

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

[redacted]

[redacted]
[redacted]
[redacted]

অত্যাচারে অবিচারে ছেয়ে গেছে সমস্ত আকাশ,
শরতের নির্ম্মল বাতাস
আর্ত্তস্বরে হয়েছে নিশ্বাস !
মথিত অন্তর
আসন্ন প্রলয় শঙ্কা করি,
প্রধূমিত চিতা পার্শ্বে কাঁপিয়া উঠিছে থর থরি !
অগ্নিদগ্ধ এইবে শ্মশান
হে সাধক, সেইখানে আজিকার দেশের আহ্বান !
দুশ্চর্য্যা তপস্যা লাগি'
হোমানল জ্বালাইয়া আমরণ কে রহিবে জাগি ?
সর্ব্ব স্পৃহাহীন কর্ম্মশালা,
যেথায় রয়েছে জ্বালা
বুকের আড়ালে
যে কনক দীপখানি, অন্ধকার আলে
ঘেরা তার চারিধার ;
তাহারি আলোক লক্ষ্য করে' হ'তে হবে পার
অনন্ত দুর্য্যোগ রাত্রি ;
হে মোর পথের যাত্রী
কি পাথেয় করিয়া সম্বল
যাত্রা তব হবে সুরু—তাই ভেবে চক্ষে আসে জল !

চৈতন্যের যে চেতনা নাই
দুঃখার্গল ভাঙের বালাই
ব্যাধি সম যারা অঙ্গ ছেয়ে
দয়ার দুয়ার খেয়ে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

[redacted]

যে পথিক সভ্যতার এই নবীন মাটি
[redacted] খাঁটি,
যে সব ভূলের শেষে দেবতার মুখে ;—
পাখী আলী মানবের দুখে
যেই অগ্রসর
বারুদের ধোঁয়া নিভিয়ার গতিলা নির্ঝার,
সে আদি কাব্যের কথা !
মানুষের কথা
মানুষের বলি মাহি যাহে প্রাণে ;
বেদনার গানে
যদি তার চিত্ততল
করুণায় না হয় বিহ্বল,
তবে এ সাধনা বৃথা, সব পণ্ডশ্রম ;
মানুষ সঙ্কিতে যাওয়া মানুষের একান্ত যে ভ্রম

প্রেমের যে আকুল বন্যায়
শান্তিপুর ডুবু ডুবু ন'দে ভেসে যায়
সে কি আজ মিথ্যা হ'বে ?
নিমাইয়ের সেবাব্রতী কলঙ্ক বরিয়া লবে
আপন মাথায় ?
কাঙালের দারুণ ব্যথায়
গলিবে না হৃদয় পাষাণ,
মুক্তি তবে কিসে পাবে ? কিসে হ'বে মুস্কিল আসান ?

হে আমার দেশ,
কিশ-সভাতলে তুমি সভিয়াছ সন্ধান অশেষ !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

কবি কৃত্তিবাস

এই পোড়া মাটিতেই ফেলেছিল প্রথম নিশ্বাস,
কীর্ত্তি তার মহীরুহ বিস্তারিয়া বাধা প্রশাখায়—
দিতেছে শীতল ছায়া সংসারের ত্রিতাপ জ্বালায়!
নব্যন্যায়ে শ্রীরঘুনন্দন
রচিলা যে নূতন বন্ধন
যুক্তিতর্ক সমন্বয়ে; বাসুদেব সার্ব্বভৌম বিদ্যায়
লভিলা প্রশস্তি শত; ভারতচন্দ্র রায়
প্রতিভার এই নদীয়ার জন্ম লভি লভিলা সম্মান,
তারি আজ হবে অপমান?
মনুষ্যত্ব অর্জ্জনের কর্ম্মভূমি নদীয়ার লোক
নির্ব্বিচারে মেনে নেবে অদৃষ্টের নির্ম্মম দুর্ভোগ?

অন্ধকার আকাশের তলে
কি দিয়ে লাঞ্ছিবে ভয়?—কোন কর্ম্ম সাধনার বলে
চৈতন্যরে জাগাইবে প্রাণে?
মোহ অবসানে
কোন দীপালোক হ'তে জ্বালাইবে প্রাণের প্রদীপ?
লাঞ্ছায় এ অবজ্ঞায়?
কোন বীর্য্যে বীর্য্যবান,—কোন শক্তি করিয়া আশ্রয়
এ ঘোর জীবন-রণে মুক্তিকামী লভিবে বিজয়?

গোপন সন্ধানে নয়,
পশুশক্তি ধিক্কৃত হয়ে শুধু জানে ঘোর ভয়।
অভিসন্ধি লোক-প্রবঞ্চনা,
মানুষের দেবতারে সে কেবল অবজ্ঞা নাঞ্ছনা

[redacted]

বাপর বার্ষের যারা - ও হতে পারে
হয় তারা হতে পারে .
তারা হয়ে বেঁচে আছি, নিজের জীবন বাপিয়া,
সমস্ত প্রাণিয়া
বালীকল পাঁজরের হয়ে হয়ে সমস্ত কৈশোরে
সমাধি হয়ে হয়ে
তুমুল তর্কের লাগি
অনাগত সভ্যতার-মস্তিষ্কের তরে নিয়ে জাগি

বাপাটের সাধনা তা নয়,
আমরা বিলাবে পুরী মহাক্রমে যা কিছু সঞ্চয়
নিঃস্ব-দান তুচ্ছ করি সেবেছে সন্ন্যাসী
তরুতলবাসী

যে দেশের রাজার অধিক রাত
তোমরুখ আত্মস্বার্থ তাদের যে নিদারুণ সাত
সৌন্দর্য মাধুর্য দিয়ে তোলাবার তেথা কিছু নাই
জাগ্রত সদাই
রিক্ততার নিঃশ্বাস পরাণ,
ত্যাগের আনন্দরসে অভিষেক শেষ মহাদান-

অমাবিকের হাতে
সেবার মহান্ তুচ্ছ মুহূর্তেরে নিতে হবে মাথে
রোগে শোকে দরাতীর্ণ অসহায় অনাশ্রয় প্রাণী
নিদয়ার সন্ধিতেছে গ্লানি
অজ্ঞানতা অন্ধকার কূপে ,
মূর্তিমতী দয়ারূপে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ও আমার বাঙলার শঙ্খচরী মহাকালী মাই
বহ্নি আর কল্যাণ-পসারী
বাঙলার ঘরে ঘরে
কল্যাণ-কমল পরে'
মহিমায় এঁকে দাও ত্রিদিবের আনন্দ-মূরতি !
ওগো সতী,
তোমাদের নয়নের জ্যোতি
মুছুক মানিষে লাগি পিশাচের মায়া অন্ধকার,
নারী-শক্তি অমর দুর্বার !
একবার জাগো হে জননী
তুলিয়া অভয়শঙ্খ মৃত্যুদের নাচুক রমণী !

স্বপ্ন সাধের সনে যুঝিবারে তরুণ সন্ন্যাসী,
আনাচে কানাচে
তোমাদের লাগে ভাল বয়ে,
যুগে যুগে, লোকলোকান্তরে
চলিয়াছ অষ্টকর, সহস্র বিপদ তুচ্ছ করি'
শৌর্যের পতাকা ধরি'
মস্তকে আপনার,—উদ্ভ ললাটে জ্বলিছে
নয়নের জ্যোতিশিখা
চিরোজ্জ্বল সদা সপ্রকাশ,
বিচিত্র সে যুক্তি-ইতিহাস
তরুণ বুকের রক্তে রচিয়াছ অক্ষয় আখর !
ব্রহ্মচারী, তোমাদের তপস্যার বল
আনুক ত্রিদিব ফিরাচল

[illegible] মহাদেশে যৌবনের শান্তিবাণী [illegible]
[illegible] কল্যাণে তরা চিরন্তন নিত্য অনুপম

এ'ত শুধু নয় শুধু আকাশ আমার
নিশান এযে বিধাতার।
আমি তারি তরুণের নবীন সাথীরে
নিত্যের গাহন যখন
দাঁড়াইয়া তোমাদের দ্বারে
কিরণে ও হ'ব না আমারে
যুগে যুগে বর্ষে বর্ষে যাত্রাবার
বিধাতা পাঠায়ে দেবে আহ্বান তাঁহার।
নিষ্ফল হয়নি তাঁর [illegible] সাত ও ঘরের [illegible]
পাখী যে উঠিছে গেয়ে
তাঁহারি সঙ্গীত,
বাতাস আকাশ ভরে দিয়ে যায় তাঁহারি ইঙ্গিত
সমুদ্র যেমনে বুকে তাঁহারি আহ্বান
মুক্তির আনন্দ-গান
শোনা যায় অতল গভীর!
আবেগে অধীর
সহস্র ব্যাকুল বাহু শুধু তাকে তুলে ধরণীরে,
পাথারের বুক চিরে চিরে
বন্দি-লাঞ্ছনার রেখা
মাঝে মাঝে যায় দেখা,
ও তাঁহারি পথের নিশান
সুখে দুঃখে একটানা

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

জীবনের জীর্ণ পাতা ঝরে
সাজাবে তুলিতে তরু নব ফুল নব কিশলয়ে
জীবনের এই অনুসরে,
জীবনের ব্যর্থতা ভুলে,
সন্ধের দোলায় দুলে দুলে
দিবারাত্র খেলি চিরকাল,
কে করিবে আশ্বাস ?
শুধু যুক্তি তর্কযুত বাক্যালাপে বেঁধিবে সংসার
দুর্দিনের অন্ধকার
দূর হতে ঘনাইয়া উঠি'
[illegible] বেয়ে সব লুটি

থাকি বুঝি চিরকাল বেশে
নব সিন্ধু ভাঙ্গের দেবা
যদি হয় কপালে আঘাত,
'বরাভয়' বিমুখ হ'লে পোহাবে না দুর্যোগের রাত।

পূর্ণ ঘট রক্ত ক'র মাথার উপর দিয়ে
সঙ্গে নিয়ে
অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ধূমকেতু বাক্যমুখ উল্কাপাত
ঘন ঘন অশনি-সম্পাত,
এখিলাস করবা বর্ষণ
[illegible] ক্রসলীলা, চারিদিকে মৃত্যুর গর্জন—
নূতন গড়াতে যায় শিব
ভাঙ্গাতীত সাজাতে শিব,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

[redacted]

হাসিমুখে বিপর্যয়ে করে পরিহাস
যদি দুঃখ নাহি আসে ;
কখনো শকতি ঘুচে, মেলে যায় বিদ্যুতের মত,
দুঃখ শত
মৃত্যুসম বক্ষে বাঁচে নবচিত্ত চেষ্টা,
এখনি ভাঙ্গের খেলা
তাহারে নাহি ডরান ;
অতি অধম
পশ্চাতে পড়িয়া রয় ধিক্কারিত আকাশের তলে,
মৃত শক্তি আধার উঠিবে জ্বলে
নির্ব্বাপিত হোমানল সম
নাশিকের তেজে দীপ্ত আত্মসাধনায় অনুপম !

মোহমুক্ত দুর্গ হ'তে
যদি আসা কোন ও মতে
একবার মুক্ত বায় উদ্ভাসিত আকাশের তলে,
মৃত শক্তি আধার উঠিবে জ্বলে
নির্ব্বাপিত হোমানল সম
নাশিকের তেজে দীপ্ত আত্মসাধনায় অনুপম !

ধ্যান নেত্রে চেয়ে দেখ একবার
মূর্ত্তি এই দেশমাতৃকার,
ব্যথাতুর কি করুণ ও মরম ছুটি
দিবসের আঁধারে যেন দীপোৎপল উঠিয়াছে ফুটি !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

হৃদয়-শোণিতে রাঙা বেদনার রক্ত শতদলে
গাঁথি মালা পরেছেন গলে।
ভগ্নসৌধ জনশূন্য, দেবতাবিহীন দেবালয়
তাই তাঁর শ্মশানে আশ্রয়!
মাতা মোর নগ্নোদরী
দেশের যৌবন ধরি'
রেখেছেন আপন ঊরুতে;
বাঙলার ঘরে ঘরে
অন্তর্বিলি উঠিতেছে যে আর্তরোদন
সেই বুঝি মায়ের যৌবন?

তাথিয়া তাথিয়া নৃত্য ডমরুর ডিমি ডিমি ধ্বনি,
ওই শোন অস্ত্রের ঝনঝনি,
কবন্ধের উষ্ণরক্তে আজি মার হবে যে তর্পণ!
স্বর্পরে যে করিবে অর্পণ,—
আপনার সন্তানের হৃদপিণ্ড খানি,
চল জানি,
মৃত্যুঞ্জয়ী সেই হ'বে শব সাধনার সিদ্ধি তা'র
নবসৃষ্টি মহাকল্পে একমাত্র তারি অধিকার!

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

রাজ-সন্ন্যাসী

তুমি যে আসিয়াছিলে বসন্তের চৈত্র পবনে
কেতকী-কিঞ্জল্ক-ঝরা আলাইল অলস যৌবনে
বসন্ত-নিশায় ;
ঘুমঘোর চারিদিকে দিকে দিকে তপ্ত পথধূলি,
আকাশ পলাশ,
আসন্ন বৈশাখী যাকে দিগন্তের বসন্ত-বিলাস,
করি অবকাশ,
তুমি যে আসিলে দ্বারে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশে
হে নব অতিথি,
গৈরিক উত্তরী তব অকস্মাৎ লোভাতুর মনে
লাগাইল ভীতি :—

তোমার অভয়শঙ্খ ঘন ঘন অম্বুদ-নিনাদে
গৃহাঙ্গন তলে,
আহ্বান করিয়া দিল একে একে নির্ব্বিবাদে
আপনার বলে ;
তোমার সিন্দূরটীকা ভস্মমাখা সর্ব্বদেহে দিল
মেঘের আভাস,
জ্বলে ঝিলুরিত কেশ যেন কাল-বৈশাখীর বুকে
বিদ্যুৎ-বিলাস,

কণ্ঠে তব হাড়মালা দীনতার আতিশয্যে দুলি,
ওগো ভোলানাথ,
শ্মশান-তাণ্ডব মাঝে ভবিষ্যের যবনিকা তেদি'
আনিল প্রভাত !

ভোগের দুর্ব্বার স্রোত পদনখে সরায়ে চকিতে
দাঁড়াইলে স্থির,
বিলাস-বধির কর্ণে শুনাইলে সাবধান-বাণী
উদাত্ত, গভীর ;
মোহাবিষ্ট পরাণের অন্ধকূপে হে সাত্ত্বিক ঋষি,
তব মন্ত্র-শিখা
বিশ্বহিত সাধনার মহাযজ্ঞে দিল ঢালি
হোমবহ্নি শিখা !

ধূলিম্লান জীবনের স্তরে স্তরে 'মানুষের' ফুল
ফুটালে ইঙ্গিতে,
হৃদয়ের প্রতি রন্ধ্র ভরি দিলে দুরান্তের
'সাগর-সঙ্গীতে' ।
'কিশোর কিশোরী' প্রেমে কবি তুমি
সৃষ্টির আশ্রয় ;
অন্তরে 'অন্তরযামী' বর্ত্তমান হে সাধক
অক্ষয় অব্যয় !

কর্ণের ত্যাগের বল চিত্তে তব লভি পরিণতি
লভেছে সম্বল,
দেশ-সাধনার যজ্ঞে আত্মাপুত্র উৎসর্গিয়া
হওনি বিকল ;

[redacted]

আপনার। নিজে কবি প্রতি কণা বিলায়ে উল্লাসে
হে রাজ-সন্ন্যাসী,
কাঙালী মানসী তব প্রেমাসিক প্রিয়তম
তোমার প্রবাসী !

মাত্রি ও যুবির আগে শূন্য এ হৃদয়ে আছে
তব প্রয়োজন
রচি নাই বর্ণা আই করি নাই তোমারে বরিতে
কোন আয়োজন !

সন্ধ্যার মলে যবে দেখেছি যে বরমাল্যখানি
আছে তাহা আছে,
হারে তা' পারিনি দিতে বসন্তের আনন্দ-হিল্লোলে
যে এসেছে কাছে !
আমার এ শুষ্ক মালা আজি এত পুষ্পে পুষ্পে
হইবে বিলীন'
তুমি যদি পর গলে তব হৃদ-মহিমায় শুধু
হে রাজ-সন্ন্যাসী !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ওগো কবি,
তোমার জীবন-রবি
মহিমার তেজে দীপ্ত, অর্ক-গগনের ঊর্দ্ধে তাঁই'
মধ্যাহ্নেই পড়িল যে লুটি
অসীম অনন্ত পারাবারে ;
আপনার বেদনারে
রক্ত রাগে চড়াইয়া ক্ষুব্ধ তরঙ্গের দলে দলে
ডুবিল যে অস্তাচলে
ভরে গেল বিদায়ের সর্ব্বশেষ দান
করুণা মাধুর্য্যে ভরা একখানি তরুণ পরাণ।

হে সত্য, সুন্দর
হৃদয় কন্দর
ছিল তব পরিপূর্ণ সতঃস্ফূর্ত্ত অনুভূতি-রসে,
আপনার বশে
রাখিয়া অভ্রান্ত দৃষ্টি' নিরখিয়া বিশ্ব চরাচর
শিল্পি তুমি, করেছ অমর
মোহন পরশ দিয়া যে অপূর্ব্ব 'তুলির লিখন',
পারে কি কখন্
আপনার পদতলে দলিবারে সর্ব্বধ্বংসী কাল ?—
নহে কভু কাল
শুধু সে তুলিয়া যায় রক্তমাতা নখরাঘাতে ;
বিফল প্রলাপে

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

[redacted]

যে মোহন ভঙ্গি' উঠে বিশ্বাসিয়া অন্ধকার রাশি
সে যে সত্য-চেতন [redacted] !—

অভয় তোমার দান !
তব 'তীর্থ সলিলের' স্নিগ্ধ ধারা অমৃত সমান ,
হাতবলে অভিষিক্ত তব 'হস্তিকা'
তাহিরোধে তুচ্ছ অহমিকা,
'ইজ্জতের দায়ে' তুমি
পাপম মুকের রক্তে অঙ্কিয়া অনন্তভূমি
তুবালে যে মন্ত্র-গর্ভ বাণী,
বুকে নিলে টানি'
নিগৃহীত ভারত সন্তানে
প্রিয়তম জ্ঞানে
সংসারে করিয়া শ্রেয়, মিথ্যারে গিয়াছ পায়ে দলে
'ফুলের কমলে'
আপন মনের বীজ অঙ্কুরিয়া হরিৎ-শোভায়
ফুলে-ফুলে বিকশিলে তায় !
কারীরে মন্দিরা তুমি, কবি 'কলাভির মৌন্দী' পাঠ,
আঁকিয়া বিরাট
ভোতের সৈকিক ধারা মাতৃবক্ষ-হুতাশনময়
তুমি দেশে, যে দিয়ে অভয় !

অনাদরে শুধাই
আই তুমি ? সত্য তুমি নাই ?
বিশ্বাস না মানে মন, মনে মন আছ তুমি আজ.
বুকি রবিরাজ

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

কর্ম্মকোলাহল হ'তে, লোকলোচনের অন্তরালে
তাপন তখন থামি, নয়নাশ্রু বক্ষের আড়ালে।

নর নারী গাহে তব জয়
এ নহে বিস্ময়!
শত কণ্ঠে তুলি সুর গাহে তব গান;
লোভে কম্পমান
যাত্রি যামী
ছিনু আমি,—
কি গাহিব? কি শুনাব? কি জানাব হৃদয়ের ব্যথা?
আমি জানি মোর অক্ষমতা!
তাই যবে,
শ্রান্ত পদে ঘরে ফিরে গেল সবে,
রাখিয়া উদ্দেশে তব, শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য প্রীতি-উপহার
সঙ্গোপনে এনেছি আমার
সেই ক্ষণে,
নিতান্ত নির্জ্জনে
শ্রদ্ধার বাসরে তব, নেত্রপুটে অশ্রু-মণি-হার
সে যে সঁপা একান্ত তোমায়।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

রুদ্র-আহ্বান

এস রুদ্র, এস রে ভয়াল,
এস তীব্র প্রলয়ের চিরাইয়া আঁধির জঞ্জাল
হানিয়া এস তুমি ;—
এই বক্ষে তুমি
তোমার প্রবল দাপে ধর ধরি উঠুক কাঁপিয়া !
মরোহে চাপিয়া
যে শিশুর নিদারুণ ক্ষুধাহীন বুকে ;
তোমার সম্মুখে
মুহূর্তে মরিয়া যাবে, পাষাণে উঠিবে জাগি' প্রাণ
মঙ্গলের হ'বে অবসান !
কালবৈশাখীর মেঘে ঢেকে ফেল দিগ্ দিগন্তর,
বিদ্যুৎ খঞ্জর
অকস্মাৎ অন্ধকারে কি যেন কি হারাইয় ফেলি'
বাধাবন্ধ ঠেলি'
আঁধার দুর্যোগ মাঝে, সে এক দুর্জ্ঞেয় অভিযানে
কেহো যাবে কিছু নাহি জানে !

বিদ্যুৎ কটাক্ষ হানি নাশিয়া মোহমুগ্ধ প্রাণ,
নব তব অন্বেষ সন্ধান ;
জ্বালো জ্বালো প্রলয় আগুন
পৃথিবীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে উগ্র সে ভীষণ দারুণ
ছড়িয়া দিকে দিকে
লেলিহান বহ্নিশিখা ; অন্ধ আজ চা'ক নির্নিমিখে ;—

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

আচম্বিতে
তোমার ভৈরব রব, বধিরের কর্ণ হ'তে চিতে
উঠুক ধ্বনিয়া,
চলিবে রণিয়া
শিরা উপশিরা ব্যাপি' উষ্ণ রক্ত ধারা
লাফাইয়া
আবেগে চকল,
নব-জন্ম-অনুরাগে শিহরিবে ধরার অঞ্চল !

তুঙ্গ শিখর ভাঙি' এস তুমি ধ্বংস-অবতার,
ভীষণ দুর্ব্বার !
অনন্ত সাগর মাঝে তুলি ঢেউ পর্ব্বত প্রমাণ
এস তুমি এস মহাপ্রাণ !
আপনারে বিস্তারিয়া, উৎক্ষারিয়া লক্ষ কোটি ফেনে
সংসারের বেলাভূমি হ'তে
ভাসাইয়া বিমলিন জরাজীর্ণ যত আবর্জ্জনা
করহে মার্জ্জনা !
কূল নাই সীমা নাই, ভেসে যাও দৃষ্টিপরপারে
শুধু আপনারে
রেখে যাও ভগ্ন-ধ্বংস-শেষ-রেখাময়
অমর অক্ষয় !

নাচায়ে ধমনী
হে পিনাকি, কর তূর্য্য ধ্বনি,
মোহমুগ্ধ দুর্গন্ধার পদাঘাতে বিচূর্ণিয়া আজ
এস মহারাজ,

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

[redacted]

তোমার পরশ পেয়ে শৃঙ্খলের বজ্রগ্রন্থিগুলি
ভাঙিবে নাকুলি
মরম ব্যথার রক্ত লিখনের লেখা, শতদলে ;
তব পদতলে
বন্দী মনে একান্ত নির্ভয়,
তব মুখ পানে চাহি' সমস্বরে গা'বে তব জয় !

আর্ত্ত

ভগবান, ভগবান !
আর্ত্ত পীড়িত দুর্ব্বল ভীত—
দুঃস্বপ্নে কর ত্রাণ ;
কণ্টক বনে রক্তক মুক্ত
করে বাঁধ বারে বার,
গ্লানি আর গ্লানি ঘরে তুলে আনি
কলঙ্ক ভারে ভার ;
বুকে উঁচু ভালি, গায়ে মাখি কালি
চরণে শতেক বেড়া,
চরণ চলে না, নয়ন গলে না
একি ভাগ্যের লেখা !
মোহ-মদিরায় প্রাণ যায় যায়
তবুও দীপ্ত প্রাণ,
বুক চিরে চিরে, চিৎকারি ফিরে
জাগায় ভীরু জ্ঞান !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ভগবান, ভগবান !
পারিনাক আর যহিতে এ ভার
জীবনের অবসান ;
পলে পলে মরি অন্তর তরি
উঠে মরণের ব্যথা,
কেমনে ভুলিব চরণে দলিব
গত জীবনের কথা ?
কালানল সম মনানল মম
তুলি' লেলিহান শিখা,
ললাটে আমার সিঁথির হালার
মসি-কলঙ্ক লিখা ;
কার মুখ চাব সান্ত্বনা পাব
কে এমন গরীয়ান,
পরশে তাহার জীবন আমার
ফিরে পাবে হত মান ?

ভগবান, ভগবান !
কোথা পথ আছে শুধু আসে পাছে
গর্জ্জিছে অগ্নিবাণ !
আঁধার আঁধার পথ রেখা তার
ঘন ঘন বহে শ্বাস,—
নীরক্ততা যাকে রুদ্ধ বুকে বাজে
কেঁপে কেঁপে ওঠে স্নায়ু,
প্রতি পায় পায় কত ঘায়
রক্তের ধারা ছোটে ;
পায়ের তলায় মাটি সরে যায়,
দুর্ব্বল দেহ লোটে ।

[redacted]

[redacted] যাচে [redacted] ও প্রাণে
[redacted] করি পান
[redacted] নাহি সান্ত্বনা
[redacted]—[redacted] প্রাণ !

ভগবান ভগবান !
আজি চাহি তব দুর্জ্জয় নব
ভৈরব অবদান ;
এস সম্মুখে দাও এই বুকে
তব অস্ত্রের জ্বালা,
তোমার গলার এই ফণিহার
করি কণ্ঠের মালা ;
শেষ করি মোর যন্ত্রণা ঘোর
সারা জীবনের গ্লানি,
তোমার হাতের দিবস রাতের
দেনারে বড় মানি ।
দাও দাও বুকে সব হাসিমুখে
তব দুঃখের দান
চাহি নিষ্ঠুর, এই ভয়াতুর
জীবনের অবসান !
ভগবান,—ভগবান ।

[redacted]

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মহাসারথি

শক্তির বিজয়রশ্মি ধরি নিজ হাতে
তুমি যে চলেছ-পথে, সুন্দর প্রভাতে,
অক্ষুণ্ণিত শান্তিতেজে, অস্ত্রহীন বেশে
ললাটে তিলক রেখা, দাঁড়াইল এসে
তোমারি সম্মুখে আজ, যে মহাপথিক
তব মুখ চাহি তারা একান্ত নির্ভিক !
ক্ষীণদেহ দীনবেশ, বুকে রক্ত-রেখা
নির্মম সংসার মাঝে চলিয়াছে একা
অনাশ্রয়, অত্যাচারে ঘোর অবিচারে
বেদনায় রুদ্ধ অশ্রু, দণ্ডিয়াছে তারে
নিষ্ঠুর হিংসার দম্ভ, তবু তার প্রাণ
তোমারি আশার আছে লোভে কম্পমান।
একটি দিবের এক মুহূর্ত্তের তরে
তোমার আহ্বান যেই আসিয়াছে ঘরে—
বক্ষের পাষাণ শিলা দূরে নিক্ষেপিয়া
শত যুগান্তের গ্রন্থি আপনি ছিঁড়িয়া,
তাহারা এসেছে পথে ধরি প্রাণ-শিখা ;
তাদের ললাটে দেখি মুক্তি-জয়-লিখা :
মানুষের রথে হেরি হে মহাসারথী—
বিশ্ব-রাজপথে আজ তোমারি আরতি

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

পল্লীবাসী

ওরে মোর গ্রামের আদরী শিশু,
নগর মেলেনি মাকে তুমি বলীয়ান !
হৃদয়ে হৃদয়ে মেলাও, সংসার-সংঘাতে
একতার কর্তোলেতে হৃদ্যোদয়ে যাতে
তোমরা রয়েছ স্থির, অচলের আধিতারি রূপে
যুগযুগি-ধরা পল্লী নিলতার মোহ অন্ধকূপে !
তোমার উপর দিয়ে বয়ে যায় যে কাল-বৈশাখী
তোমার চরণতলে ভূমিকম্প ওঠে থাকি থাকি,
তীব্র বজ্র ভূমিসাৎ শ্রাবণের ধারা জল ধারে
নিত্যের ভূতরী দৈত্য বিপর্যয় আসে তারে তারে ;
অত্যাচার অনাচার দুর্বিষহ ব্যাভিচার শত
তোমার দুর্বল স্কন্ধে চাপিতেছে আমি অবিরত ;
আরো আমি মূক হয়ে নিশিদিন সহিতেছে চের
নিত্যই যে অপরাধ এবমি এ দুর্ভাগ্যের ফের !
নীরো ভালো আমি আমি, অন্তরঙ্গে করি অনুভব
এ ছিন্ন নিষ্ঠুর দুঃখ তোমাদের অচিন্ত্য বৈভব ।
তাই মোর প্রাণ কাঁদে, হিয়া কাঁদে, কাঁদে অন্তর্যামী
তোমার লাগি যে আমি একদিন আসিবেই আমি ।
তোমার যে ইতিহাস, তোমাদেরই পূত গৃহমাঝে
মহাপ্রাণ কত শত মাহিয়াছে তোমাদেরি কাজে ;
তোমাদের অনাদৃত মসীলিপ্ত ললাটে তাহার
লেখেনি পরিচয় লিপি তোমাদেরই বেদনার হার ।
নিত্য যবে পাতি সবে সংসারের সমগ্র সংঘাত
সেই দিন মহাসূর্যে প্রকাশিবে পল্লীর প্রভাত ।

সত্য

ও কা'র আঁখি-রক্ত-ছটা ছড়ায়ে পড়ে অম্বরে
লক্ষ রবি উঠিছে যেন ফুটি'
অভ্রভেদী অচল পরে নৃত্য করে তাণ্ডবে
পায়ের দাপে পাষাণ পড়ে টুটি'
অচল গুহা কাঁপায়ে দিল বিষাণে তীব্র হুংকৃতি
ত্রিশূল তুলি' নাচালে মৃত প্রাণী
পঞ্চমুখ বাহুভরে ভুবন ব্যোম শঙ্কিত
শুনালে আজ বিষাণ্বতবাণী।

তার কণ্ঠ ঘেরি' হাড়ের মালা দুলিয়া যাতে বক্ষ'পর
নিমিষে মৃত-ভাবনা হ'ল দূর ;
সর্ব্বত্যাগী তাহারে হেরি' শঙ্কিত যে মার্কণ্ডেয়
ভয়ুরেতে তুলিল নব সুর।
পাপপুণ্য পাষাণ-দেহ আঁকিড়ি' নাগবন্ধনে
বন্যা হ'তে বাঁচিতে চায় যেন,
চিঁড়িয়া প'ল বল্কলেরা গুহার গূঢ়-ক্রন্দনে
পাষাণে আজ কোপানে কেবা কেন
ললাট হ'তে বহ্নিশিখা জ্বালায় ঘিরি চৌদিকে
বক্ষবাসে বসিয়া উঠে কারা,
সর্প-কটি-বন্ধ খেলে বিষের খেলা কৌতুকে
নখর হ'তে বসিয়া পড়ে তারা।

তুহিন জমা হিমের বেশ পলিয়া পড়ে উচ্ছ্বসি'
লক্ষ ধারে ছুটায়ে দিলে নদী,
বিজাট মরু কান্তারে চলে বিপুল বলে উল্লসি'
মৃত্ত বেণি ভাসিয়া ব'লে যদি !

হিমাদ্রির সাথুলা যাগে ধরেনি স্রষ্য অস্থলে
তাই তার মাহিক বলি আজ
দাবাগ্নির এলায়ে দিলে রক্তচটা পিঙ্গলে
রক্ত যাগে জেগেছে যোগিরাজ !
তুষের পর জাগায়ে দিলে তাপসরণের যন্ত্রণা
অমাত্ত বেগা ঘুমার মোহঘোরে,
কত যুগের লৌহঘায়ে তুলিয়া একি ঝঞ্ঝনা
দীর্ণ করি' ফেলিয়া দিলে জোরে !

অন্ধকারে পদ্মধারা অন্ধ ছিল যুক্তিতে
আলোর ভয়ে লুকায়ে ছিল ঘরে
আসাড়ে যারা, অসাড় যারা পড়িয়াছিল সুপ্তিতে
তারাও আজ উঠিছে মাটি ধ'রে,
যমনী মাঝে জীবনধারা ছুটিছে আজ উচ্ছ্বাসে
দেহের মাঝে শক্তি শত জাগে,
ইচ্ছা সে ত মত্ত হয়ে নাচিয়া চলে উল্লাসে
সত্য আজ দাঁড়াল আঁখি আগে !

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

নবসৃষ্টি

মহস্র পীড়ন ভারে নেবসার লক্ষ ফণা তুলি'
নিশ্বাসে চালিছে বিষ বিবরের অন্ধকারে ছুটি'
থর থর কাঁপে সিংহাসন
আজিকে জাগিছে নাগি নিদ্রাতুর ধরা-নারায়ণ।

বাঞ্ছ বাহু প্রসারিয়া তত্ত্ব শঙ্খ তুলে নিল মুখে
অমোঘ নির্ঘোষে তার জাগে ত্রাস দানবের বুকে ;
সর্ব্বনাশা ভীমপ্রভঞ্জন
স্তব্ধ সিন্ধু আলোড়িয়া করিতেছে বিকট গর্জ্জন।

নগ্ন নীল নভোস্থল সহসা হাসিল মেঘে মেঘে
বিদ্যুৎ ছুটিয়া চলে সীমা হ'তে সীমান্তে যে বেগে
অবিরাম এ কি এ বর্ষণ
ধরিত্রীর জীর্ণ বুকে আজি একি রক্তাবর্ষণ—!

পশ্চিমের রক্তাকাশ থেকে থেকে উঠিতেছে বলি,
এ মহাশ্মশান মাঝে দগ্ধ হয় কোন্ মহা বলী,
একে একে করিয়া হরণ
লক্ষ প্রাণ নিজ হ'তে, আত্মহত্যা এ নহে মরণ।

এই দণ্ডে সংহার এই দণ্ডে সৃজনের খেলা,
কিম্বা হয়ে মহাকাল চূর্ণ করে সৃষ্টি মহামেলা.

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

সবারিয়া তীর পুরুষ
অন্ত দৈত্য-শক্তি চির পুরুষের চরণে শরণ।

সুদূর ও মরশক্তি শুভ্র-চক্র-গদা-শঙ্খ-ধারী,
যাহার বিশাল বক্ষে লক্ষ্মী তাঁর পরিপূর্ণা নারী ;
সিন্ধু বুকে প্রলয় করোল।
শান্ত করি' নিবারিল অন্তরের বসন্ত হিল্লোল।

মহাসিন্ধু শান্ত হয়ে হরষের গান গেয়ে যায়
তরুণ অরুণ আলো দেখা দিল নভো নীলিমায়

সন্ধ্যাদীপ

আজিকে সন্ধ্যা আঁধার উতলি' প্রাণের 'পর
যে দীপ জ্বালিল যতনে তাহারে তুলিয়া ধর।
জ্বলে নিভাড়' সকল দলারে নিবেদি নে
দুঃখ সুখের অগ্নিকণায় নিখেপি যে!

যদি ঝঞ্ঝোল ঝুলায় পথে আলোরে আসে
আলোকের এণী আঁধারের মাঝে মিলিয়া ত্রাসে
পথের নিশানা দেখাবে দীপের আলোর লিখা
বুকের আড়ালে আগলায়ে রাখিল দীপের শিখা ...

—•—

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মাতৃমন্দিরে

অতন্দ্র শঙ্খ বাজে ঘন ঘন
মায়ের মন্দিরে
কারার আঁধারে কে রহিবে আর,
এখনও বন্দীরে !
লোহার শিকলে বাঁধা দুটি হাত
কে পোহাবে আজি দুর্যোগ রাত,
বুকের পাষাণ চাপি' দৃঢ় ব্রতে
বিবেকে বন্দীরে.

আরতি পূজার আলোক হইতে
হবে কি বঞ্চিত,
শোণিতের ধূলি ললাটে কাহার
রয়েছে লঞ্ছিত
ধূপের ধোঁয়ায় তরুণ মন
কলঙ্কালী লাজ বন্দিন,
নন্দিত মাগ যুগল চরণ
করেছে রঞ্জিত !

মায়ের নয়নে উদাসি উঠিছে
অশ্রু-বৃষ্টি রে.
কমল আননে মধুর হাসিটি
অমিয় বৃষ্টি রে ;

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

মায়ের কথার সনে পড়ে সুধা
দুই কিনা সবে জনমের ক্ষুধা
কিনিয়া লইয়া মরণের পণ
করিবি স্বাধীনে,

আয় তোরা আয় মায়ের মন্ত্র
মায়ের মন্দিরে,
চির-কমল উঠুক ফুটিয়া
মধুর গভীরে !
ভোরের বাতাস উষার আলোকে
আগমনী গান উঠিছে ভূলোকে
জাগিছে পরাণ অসহ পুলকে
কাঁপায়ে অম্বরে !

বিশ্বের মাতা আছে পিতৃহীতা
নারীর অন্তরে,
প্রাণ বলি দিয়ে কে করিবে তার
ঘোচন সত্বরে ;
বুকের রক্ত ঢালি অবিরল
কে জ্বালিবে নাশ হোমের অনল
অন্তর চাহি সারাধনা যাগ
রচীন অন্তরে।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

পল্লীস্মৃতি

মাগো, বিদায় দিয়ে এলেছিলাম অনেক আগে
অলক্তরা তোর সরল দুটি, আজও আমার হৃদে লাগে
আঁধির আগে নীল-আকাশের করুণ মায়া,
কল বহিয়ে উদাস করে কোন ধারা,
কিরণ ধারায় পাগল করা পরশ দিয়ে
সারা চোখের দৃষ্টিখানি মোর ঝিলিমিলে,
বিদায় বেলার সরল চোখের দৃষ্টি যা তোর
এই পলাতক প্রাণটিকে মোর করেছে তোর !

তোমায় ছেড়ে রইচি বটে অনেক দূরে
রংকরা এই কুঞ্জভবন বিলাস পুরে,
কালোর চাপে আলোর পরাণ ব্যথিয়ে উঠে'
দুঃস্বপনে লিখছে ভয়-পর্ণপুটে ।
থেকে থেকে চম্‌কে উঠে হারাই দিশা
তোমার পথের বাঁশীর ধ্বনি দিবস নিশা !

মন ছুটে যায় আমন ধানের ক্ষেতের কাঁকে
নাবাল জমীর আল পথেরই বাঁকে বাঁকে,
আমবাগানের শীতল হাওয়ার সঙ্গ লভে
কাশ বনের রোমাঞ্চিদের গুঞ্জরণে,
কোকিল-ডাকা মধুমাখা বকুল তলায়
ঘরে ফেরার গান গেয়ে যায় রোজ গলায় ;
চিনি চিনি তারেও যেন তোমার সাথে
দেখেছিনু এক শরতের জোৎস্না রাতে ;
কণ্ঠে ছিল বকুল ফুলের বিনোদ মালা
নূতন ধানের মঞ্জরীতে সাজিয়ে ডালা,

[redacted]

[redacted] যারে মাঝে খুঁজেছিনু একটি ধনে
যেতে যেতে সেই কথা আজ পড়ছে মনে।
তোমার মুকুল ধরেছিল যখন হাতে
গন্ধ তাহার ছড়িয়ে গেছে সকল সাথে,
পড়িয়ে মালা দিয়েছ তুমি আমার গলে
তারই স্মৃতি ভাসায় আজি নয়ন জলে।
হ্যাগা, তুমি ভাবছ বসে মোর আসিমায়
তেমনি করে যায় কি বয়ে দখিন বায়,
গাঁয়ের শোভা, সরোবরে চাঁদ ওঠে কি বকুল
তেমনি করে ফোটে ঝরে হয় না সমতুল ?—
তালপুকুরের অথৈ জলে সাঁতার খেলা
আনন্দ গান কলধ্বনি যাবার বেলা
তুলসী তলায় সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপখানি
তেমনি করে দেয় কি ধরে' জ্বালিয়ে আনি ?

তোমার শোভা মনোলোভা তেমনি শেষ
তোমার মাঝে শ্যামল ছায়া অপার স্নেহ,
আজকে আমার মন মানে না সবার মাঝে
তোর-বাঁধা যে রয় না ঘরে যাকে :
বিদায় নিয়ে আর ত তাহায় পাইনি দেখা
চোখের জলে দিন চলে যায় তাসের লেখা !
এই জীবনের সব সাধনা সর্ব্ব তারে
উজাড় করে দিতে যে চাই নিত্য তারে,
সে আমারে লুকিয়ে বেড়ায় কোথায় মাগো
তারে ছেড়ে দিন যে আমার চলছে না গো।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

ধরার আশ্রয়

দাস যেবা নহি কারুরও !
আপন মর্য্যাদা জেনে
তাই মোরা পদে পদে স্বাধীনতারে করি' অপমান
মিথ্যারে প্রশ্রয় দিয়ে রাখিতেছি তোমার সম্মান।
কে তুমি কোথায় ছিলে ? কোন স্বর্গে নিতে চাও হর ?
চরণ চলেনা পথে, অনাহারে শীর্ণ কলেবর
তারি স্কন্ধে চাপাইয়া পুঞ্জিভূত দুঃখ দৈন্য গ্লানি
কুটীল সংসার পথে বন্দীসম নিতেছ যে টানি—
কে তাহার করিবে বিচার ?
দুর্ব্বল দলন ভরে যদি থাকে রাজদ্বার
মোরা তার করি না প্রত্যাশা
মানুষের ন্যায্য অধিকার, সুখ দুঃখ আকাঙ্ক্ষা ও আশা
সেথা হয় পরিহাস তার,
নিয়ম-শৃঙ্খলা নামে এর চেয়ে নাহি অবিচার।

ক্ষুধায় জুটেনি অন্ন পিপাসায় মিলেনিক জল,
পরিধের জীর্ণ বস্ত্র, মাথা গুঁজিবার নাহি স্থল,
রোগে শোকে জীর্ণ প্রাণ,
মুক্ত করে মরণেরে সকাতরে করেছি আহ্বান
কে তাহার রেখেছ সংবাদ ?
সহস্রের মূকক্রন্দন আর্ত্তনাদ
ব্যর্থ হয়ে আসিয়াছে ফিরে
অপহৃত স্রোত সম দুর্নিবার দুঃখ-সিন্ধু তীরে

কোনও খানে মেলেনি আশ্রয়
বিপর্যয়ে হাম্মিরাদ চৌহানের পরিনি অভয় !

মরুপাতালোহা ভূমি,
যদি হৃদপিণ্ড আমি উৎসর্গ করিতে চাহ তুমি,
পূরাতে বাসনা তব নিরোগ নির্দোষ পরাণ,
রাখিনি সত্যের সম্মান, ফিরাবার করনি সন্ধান ;
ধনাবাত ভরিয়াছ লোহচর্ম কম্প্র কলেবরে,
মৃত্যুরে টানি নিজ করে
পদাঘাতে করিয়াছ আপনার প্রভুরে সংহার,
শক্তিমদে ধ্যাতিদাস্ত করিয়াছ পশুর সভায় !

মোরা যার দুর্ভাগা সন্তান
আপন বুকের রক্তে রাখিতেছি দেশের সম্মান,
ক্ষুধায় দিতেছি অন্ন আপনার পরিশ্রম ফলে
স্বত্বের পুঁজিয়া মাটি তৃষ্ণা মিটাইনু স্নিগ্ধ জলে
জন্ম জন্মান্তর লব্ধ জ্ঞান কর্ম্ম শক্তি আরাধনা,
দেশ-দেবতার তরে অপ্রযুক্ত অনন্ত প্রেরণা,
মূর্ত্ত করে রাখিয়াছে আশাদেবী মর্ম্মমাঝে দান
দাস নাই, ভৃত্য নাই, মোরা কভু নহি দীন হীন ।

অন্তরাত্মা বিশ্ব-অধিকারী,
নিজেরে চিনিনু তাই তাহি মোরা শক্তির ভিখারী ।
সমাজের অনাচার, দুরাত্মার নিত্য পীড়ন
শাসক-শোষক হতে অবিরাম রিক্তেছি জীবন ।

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

দুর্ভিক্ষ যেথায়-নিত্য ক্ষুধাতুর শূন্য পাকস্থলী
মারী মৈত্য নৃত্য করে মৃতদের পদতলে দলি'
পলে পলে নাশিয়ে প্রলয়,
এর মাঝে যারা বাঁচে ভবিষ্যতে তাহাদেরি ভয় !

শক্তি-সমাহিত মোরা ভবিষ্যৎ-যুদ্ধে ভরী যার
মত্ত ঝটিকার বল বক্ষমাঝে রহিয়াছে স্থির,
সহসা মাতিয়া উঠি প্রলয় উল্লাসে একদিন
কালবৈশাখীর মেঘে ঘনাইবে যুগান্ত দুর্দিন,
সাথে লয়ে অগ্নি-বৃষ্টি-ধারা
আপনার বাহুবলে বিদীর্ণ করিয়া কংস-কারা
জাগিবেন নর-নারায়ণ।
অনাগত সেইদিনে হে দার্ঢ্যিক মেলিয়া নয়ন
দেখ দেখি চেয়ে—
সহস্র নাগের পাশ তোমার সকল দেহ ছেয়ে
আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিছে বন্ধন,
আজন্ম সঞ্চিত পাপ ধ্বংস-যজ্ঞে দিতেছে ইন্ধন ;—
ওই দিন নতজানু অবনত মাথে
অপকর্ম্ম লাগি তুমি অনুতাপ অনুশোচনাতে
ক্ষমা চাহি মাগিবে অভয়,
ধরার আশ্রয় যারা তারা দেবে তোমারে আশ্রয়।

—

জয়যাত্রা

দুর্গম মরু-কান্তার হেরি' মৃত্যুর পথ হেলায় উত্তরিয়া
অন্ধেরি কারা রুধে অন্ধায়ের মধ এল বাহিরিয়া ;
অন্ধকারের বর্ম্ম ফেলি' ছুটায়ে রক্ত আলোর উৎস রাশি,
উদয় তাহার কিরণ-প্রভাতে নিখিলের জ্যোতি উঠে পরকাশি।
পার্থিবারি ধেয়ে মরা অর্গলী তুলি' পথ নির্দ্দেশ করে'
অন্ধকূপের বিত্রাস-ফেন, ছেয়ায় উঠিল গগন পবন ভরে ;
আর্ত্তের ভয়ে এতি আহ্বান সকলি' উঠে প্রলয় অন্ধকারে
আসি আসি দুর্গম-প্রাণ, মরণ কাঁপে নিষেধের কারাগারে
নিখের মহারাজ,
নিখিল-মরণ শঙ্কা-হরণ লভয় দানিছে আজ।

আজিকে শুভ্র শঙ্খ নিনাদে আহ্বান কার ভবনে ভুবনে রটে
এস নিখের কল্যাণী নারী, পূর্ণ করগো সব মঙ্গল ঘটে !
সিন্দুর লেপ, বাতগো এলোনা, আত্রশাখায় শুভের সূচনা কর,
পূর্ণ কলসে শান্তির জল আপন কক্ষে আজি আনন্দে ধর !
এস হে মানব, বন্দীশালার রুধিকাঠ দিয়ে বালো বালো হুতাশন,
নিখের ভিত সাধনার রক্ত বহ্নিযজ্ঞে কর আজ সমাপন !
মানুষ হইয়া মানুষের প্রতি কেমনে সহিবে এই হীন অপমান
দেখ দেখ ওরা ওপারে দাঁড়ায়ে নিশ্চিত, নহে জাগ্রত ভগবান
দেখেছেন দয়াময়,
নাহিক বিষাদ, নাহি অবসাদ নাহি নাহি আর ভয়।

জয়রথের রথ চলে যায়, সেকি ঈশান ত্রস্ত ধরণী বুকে
অর্দ্ধেক পথে থমকি সূর্য্য তূর্যনিনাদ শোনে সারথির মুখে,

পবন আজিকে তব নিশানে পথ চাহি' ওরে ঘুরে করে পলায়ন,
রথ-চক্রে প্রতি ঘরে ঘরে সিন্ধুরিছে মেদিনীরে হুতাশন !
অনল আজিকে ত্যজিছে শয্যা, অনাহূত আজিকে নিয়ে ওঠে মেঘ মাঝ,
ঝড় আজিকে দেখে চোখ মেলে ঝঞ্ঝার আজিকে ঘ'নায়ে এসে সাড় ;
ওরে হতমান পীড়িত অসহায় যুগে যুগ ধরি' ঢাকা ছিল পুরোভাগে
ওরে প্রাণহীন চিরদীনহীন দেখ্ রবি আজ তমসার বুকে জাগে !

এসেছেন বাণাহারী,
বুকের পাষাণ ছুড়ে ফেল দূরে বিশ্বের নরনারী !

নাহি কার্মুক ভয়াল ভীষণ, তীক্ষ্ণ শাণিত ঘোড়ায় তরবারী
নাহিক চক্র অমোঘ অস্ত্র, ভেঙেছেন আজ সকল বেদনাহারী,
বর্ম্মে বর্ম্মে নাহি সংঘাত, নিষ্ঠুরাঘাতে শস্ত্রের ঝনঝনি
পাঞ্চজন্যে যুদ্ধ ঘোষনা হবে না, হবে না, অগ্নিশায়ক উঠিবে না
রণরনি !

আজিকে হইবে পাশব দলন দীপ্ত আঁখির বজ্র চাহনি দিয়া
এক অঙ্গুলি হেলনে ত্রস্ত নিশ্চয় হবে নির্জ্জর পাপ হিয়া !
অত্যাচারের খড়্গ খসিবে, অবিচারী রাজদণ্ড কাঁপিবে হাতে,
স্বার্থের মুকুট মুকুতাবিহীন দীনতার লাজে মলিন হইবে মাথে ;

আজিকে শঙ্কিময়,
নিরাশার ঘোর আঁধার ঝাকায়ে দিতেছেন ধনঞ্জয় !

মানব-মানস কুরুক্ষেত্রে শত্রুমিত্রে হবে আজি মহারণ,
সকল-স্বার্থে বিশ্ববাহিনী করিয়াছে আজ অটল মৃত্যুপণ ,
আজিকে পার্থ-স্বার্থের তরে আসে নাই রথে পার্থ-সারথি হরি,
বিশ্বিতের সব সন্দেহ ভয় তৌলদণ্ডে দিবে বিচার করি,

[illegible]

আজি বিশ্বের রাজাসন খানি হাসিয়া করিবে নিরুপম সাজে ;
রাজসভাতলে হইবে বিচার ভক্ত অসহায় কাতরের তরে।
চরণ-সেবায় হইতে করিবে মুক্তির ধূলি, ভিক্ষার ঝুলি ভূয় করে

[illegible]

তুমি কবে দীন সন্ন্যাসীর নির্ভয়ে আজ নয়ন তুলিয়া চাও।

এসেছেন নারায়ণ

এস হে ভক্ত হৃদয়-রক্ত-কমল কর চয়ন

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

[redacted]

নাট্য-মন্দির—কবি সুবোধ রায়ের কয়েকটি কথা-নাট্যের সমষ্টি। সুন্দর বাঁধাই। সহজে অভিনয় করিবার উপযোগী। দাম—১৲

রবীন্দ্র জন্মতিথি—কবি সুনীতি দেবী সঙ্কলিত রবীন্দ্রনাথের গান ও কবিতা হইতে বাংলায় একমাত্র জন্মতিথি পুস্তক। প্রিয়জনকে উপহার দিবার সামগ্রী! চামড়ার বাঁধাই। রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বলিত। দাম ২৷৷০ টাকা

উত্তঙ্ক—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার দাস প্রণীত পৌরাণিক কাব্য-নাটিকা। বিদ্যালয়ে বা পরিবারে অভিনয় উপযোগী। দাম ৷৷০ আনা

হাসি—গল্প-শিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস। সিল্কে বাঁধাই। দাম মাত্র ১৷০ সিকা

লক্ষ্মী—শৈলজানন্দের আরেকখানি উপন্যাস। সিল্কে বাঁধাই। দাম ৸০ আনা

রূপরেখা—গল্প-শিল্পী গোকুলচন্দ্র নাগের রূপক-সমষ্টি। সুন্দর বাঁধাই। দাম ১৲ টাকা

ঝড়ের দোলা—শ্রীসুনীতি দেবী, মণীন্দ্রলাল বসু প্রভৃতি লিখিত গল্প-সমষ্টি। নূতন ধরণে ধ্যান। দাম মাত্র ৸০ আনা

পঞ্চক মালা—কবি বিমলচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের কবিতা সমষ্টি। একটিও বাজে কবিতা নাই। বোর্ডে বাঁধান। দাম মাত্র ৷৷০ আনা

সুমেরু আগে—শ্রীউমা গুপ্তের ছেলে মেয়েদের জন্য লেখা গল্প ও ছড়ার বই। প্রথম সংস্করণ প্রায় শেষ। বোর্ডে বাঁধান। দাম ৷৷০ আনা

ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং
২৭নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

NATIONAL ARCHIVES OF INDIA